ইসলামে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার

মুহাম্মদ আবুল হুসাইন খান

ইসলামে

বাদ্যযন্ত্রের

ব্যবহার

মুহাম্মদ আবুল হুসাইন খান

ইসলামে

বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার

মনে করুন!

'বাজনা' একটি এখতিলাফী মাসআলাহ, যদি কেহ এখতিলাফী বিষয়ে আমল নাও করে তাহলে এতে তার কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহও জিজ্ঞেস করবেননা যে, তুমি কেন এ এখতিলাফী মাসআলায় আমল করলেনা। আর যদি 'লাহওয়াল হাদীস' দিয়ে বাজনা হারাম হওয়াই আল্লাহর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে; আর আপনি দুনিয়াতে বাজনা বাজালেন, তাহলে আপনি তো খুবই রিস্কে পড়ে গেলেন, তাইনা? কাজেই একটু ভাবুন!

মুহাম্মদ আবুল হুসাইন খান

সর্বস্বত্ত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত:

তবে বইটি কেহ পূর্ণ অথবা আংশিক আকারে প্রকাশ বা ছাপাতে চাইলে সরাসরি লেখকের সাথে যোগাযোগ করুন।

‘আল-বালাগ পাবলিকেশন্স লন্ডন’ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।
প্রথম প্রকাশ অনলাইন: মার্চ ’২০২১।
দ্বিতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী’২০২৩।

আপনাদের পরামর্শ নিম্ন email -এ পাঠাতে পারেন, যা আমরা প্রয়োজনবোধে পরবর্তীতে সংযোজন করে নেব ইনশাআল্লাহ।

bushra227@hotmail.com

মূল্য: ৩ পাউন্ড মাত্র/ চারশত টাকা।

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'য়ালা চাইলে কোন অসাধ্য কাজও সাধ্যের ভেতরে এনে দিতে পারেন। দীর্ঘদিন থেকে অপেক্ষায় ছিলাম কোন কলম যোদ্ধা 'আহলুল ইলম' এগিয়ে আসবেন সাংস্কৃতিক জগতের এ শূন্যস্থানটি পূরণ করতে, কিন্তু অবশেষে আমার অনেক সীমাবদ্ধতা ও অপরিপক্কতাকে সঙ্গী করে কলম ধরতে বাধ্য হলাম। এ দুঃসাহসী পদক্ষেপের পেছনে সম্বল প্রথমত আমার রব্বের সাহায্য। তাছাড়া কুরআন-সুন্নাহর সরাসরি মজবুত দলীল আমাকে এগিয়ে যেতে যুগিয়েছে বিশাল হিম্মত।

এ ময়দানে ইলম শূন্যতা ও সঠিক নির্দেশনার অভাবে আমাদের কোমলমতি সংস্কৃতিপ্রিয় জীবনগুলো ভুল বুঝে বিভ্রান্তিকে স্বাগত জানাচ্ছে। তাদের তৎপরতাই আমাকে এগিয়ে আসতে বাধ্য করেছে। যারা সঠিক ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনে প্রেরণার সাথে এগিয়ে আসে, শয়তান তাঁদের প্রেরণাকে পুঁজি করে ভুল তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সন্ধিগ্ধ করে পরকাল সর্বনাশ করতে মহা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইবলীসের এ বিশাল ফাঁদ ও ফিতনাহ থেকে এ অদম্য যুবশক্তিকে রক্ষার প্রয়াসেই লিখনীর এ উদ্যোগ। আমাকে এ কাজে বিশেষভাবে হাতে-কলমে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন দেশের ইসলামী সমাজধারার সঙ্গীত জগতের অন্যতম পুরোধা জনাব সাইফুল্লাহ মনছুর ভাই। তাঁর বিশেষ শুকরিয়া আদায় করতে হচ্ছে। ২০২০ সালে তিনি আমাকে একদিন টেলিফোনে ধরলেন এবং জোর তাকিদ দিয়ে মিউজিকের জবাবে কিছু লিখতে বাধ্য করলেন। ইসলামে মিউজিকের অনুমতি সূচক ইন্টারনেটের কিছু লিখনীর সন্ধান দিয়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তথ্যনির্ভর জবাব লিখতে বেশ অনুরোধ করলেন।

অবশেষে তাঁরই অদম্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় নেট থেকে লিখাগুলো যোগাড় করে পড়তে শুরু করলাম। তারপর থেকেই আমাদের নিয়মিত মতের আদান-প্রদান চলছে এবং আমি ধীরে ধীরে জবাব তৈরীতে কলম ধরলাম। মাস কয়েকের মধ্যেই প্রায় ৪৬ পৃষ্টার পান্ডুলিপি তৈরী করে দেখে দেয়ার জন্য মালয়েশিয়ায় ভাইজানের বরাবরে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি পুরো পান্ডুলিপি আদ্যপান্ত দেখে হাতে লিখে বেশ কিছু তথ্য-উপাথ্য এতে যোগ করতে পাঠালেন এবং বইটি ছাপার দায়িত্ব দিলেন দেশের ঢাকাস্থ 'সসাস' (সমন্বিত সাংস্কৃতিক সংসদ)কে। কয়েকমাস পর সেখানকার দায়িত্বশীলগণ বইটি চেক

করে নিজস্ব তত্বাবধানে ছাপাতে সম্মত হয়েছেন বলেও ভাইজান আমাকে সুসংবাদ দিলেন। এতে আমিও একদিকে পুলক অনুভব করলাম এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ে মস্তক অবনত চিত্তে আলহামদুলিল্লাহ পড়লাম। এদিকে সময় অনেক গড়িয়ে গেলেও বাস্তব উদ্যোগ ও পরিকল্পনার অভাবে এ পর্যন্ত বইটির 'প্রকাশণা উৎসব' করা সম্ভব হয়নি। একই সাথে আমার সদ্য প্রকাশিত 'মুসলিম ঐক্য ও ইসলামী আন্দোলন ঈমানের দাবী' নামে আরেকটি বইও প্রকাশণার অপেক্ষায় ছিল। সময়ের দাবী ও সংস্কৃতিপ্রিয় বন্ধু-বান্ধবদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে উভয় বইয়ের প্রকাশণা একসাথে লন্ডনে করতে আজ ২১শে মে'২০২৩ রোববার দিন ধার্য্য করা হয়েছে। এজন্য আল্লাহ তা'লার অজস্র শুকরিয়া জানাচ্ছি। আল্লাহ তা'য়ালা তা কবুল করুন।

যেসব উলামা-মাশায়েখ ও অভিজ্ঞজন এ বই লিখতে আমাকে পরামর্শ ও তথ্য-উপাথ্য যুগিয়ে সার্বিকভাবে সাহায্য করেছেন; তাঁদের শুকরিয়া আদায় এবং জাযায়ে খায়রের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করছি। বিশেষকরে লন্ডনস্থ ইসলামী শরীয়াহ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হাফিয মাওলানা শায়েখ আবু সায়ীদ সাহেব ও আমার একান্ত শ্রদ্ধেয় সহকর্মী গ্রেট বৃটেনের অন্যতম আলেমে দ্বীন শায়েখ আব্দুল কাইউম সাহেবের উৎসাহ দানের স্বীকৃতির ভাষা আমার জানা নেই, কেবল আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহর কাছে তাঁদের উত্তম বিনিময় কামনা করছি। একইসাথে লন্ডনের **'মেসেজ কালচ্যারাল গ্রুপে'**র ভাইদের আন্তরিক সহযোগীতা ও অন্যান্য মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তরিক প্রচেষ্টা শ্রদ্ধার সাথেই স্মরণ করছি, যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে উল্লেখ্য।

আমি নিজে সঙ্গীতজ্ঞ যেমন নই, তেমনি এ ময়দানের কর্মীও নই, তবে বিগত বছর কয়েক থেকে লন্ডনে সাংগঠনিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে তাঁদের দেখাশুনা করার কিংবা পাশে থেকে সার্বিক সাহায্য করার এবং মত বিভিন্ন বিষয়ে বিনিময় করারও সুযোগ পেয়েছি। পরিশেষে এ ময়দানের সৈনিক ও সাধারণ পাঠক সমাজ উপকৃত হলেই আমার শ্রম স্বার্থক মনে করবো। ইসলাম প্রিয় সংস্কৃতিপ্রেমী জনশক্তিকে হাজারো চ্যালেঞ্জের মুখে এ কঠিন পথে অনড় ও অবিচলতার সাথে দ্বীনের উপর টিকে থাকতে আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করুন এবং তাঁর এ ক্ষুদ্র বান্দার যৎসামান্য এ খেদমতটুকু কবুল করে জান্নাতের পথকে সুগম করে দিন-আমীন।

নু'মান বিন সাবিত ইমাম আবু হানিফা রাহি: কর্তৃক উদ্ভাবিত ফিক্‌হের মূলনীতি সমূহের অন্যতম একটি নীতি হলো: (مقدمة الحرام حرام) 'শরীয়তে যে জিনিষের মূল হারাম, তার সামান্যটুকুও হারাম' সে অনুযায়ী বাদ্য যেহেতু হাদীসের ভাষায় হারাম, তার সামান্যটুকুও শরীয়তে হারাম।

===➔ <===

এ ব্যাপারে মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত মুফতি ও প্রফেসর এবং ফিক্বহ বিভাগের সাবেক প্রধান, স্বনামধন্য স্কলার শায়েখ মুহাম্মদ আশ-শা'রাভী রাহি:-এর ফতোয়া হলো:

كل شئ يخرج الإنسان عن سمت اعتداله ووقاره فهو حرام

'এমন প্রত্যেকটি জিনিষ যা আবিস্কার করলে মানবতার ভারসাম্য ও মর্যাদা বিনষ্টের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে, তা হারাম। এমনকি তা গান-বাজনার ক্ষেত্রে হলেও'। ইউটিউবে মিউজিক সংক্রান্ত তার এ বক্তব্য শুনে আসতে পারেন।

এতে যা সন্নেবেশিত হলো

ক্রম	বিষয়মালা	পৃষ্টা
১	প্রাথমিক কথা	১
২	শরীয়তের মূল উৎস	২
৩	কোন মানুষ ইসলামের মডেল নয়	৩
৪	হালাল–হারামের বিধান	৫
৫	বাদ্য হারাম হওয়ার কুরআন থেকে দলীল	৬
৬	সুন্নাহ থেকে দলীল	৯
৭	সাহাবী ও তাবেয়ীদের মতামত	১১
৮	পৃথিবীর জমহুর (অধিকাংশ) আলেম বাদ্যযন্ত্রের বিপক্ষে	১২
৯	বর্তমান যামানার আলেমদের অভিমত	১৫
১০	হেদায়েতের প্রকৃত মালিক আল্লাহ	১৭
১১	গান-বাদ্যের পক্ষের কতিপয় যুক্তির জবাব	১৮
১২	একনজরে শরীয়তে গান, নাশীদ ও বাদ্যযন্ত্রের হুকুম	২৫
১৩	নাটক, কৌতুক, কোরাস ইত্যাদির ব্যবহার	২৮
১৪	ইবাদতের শব্দ দিয়ে গান	৩০
১৫	শির্ক ও বিদআহ মিশ্রিত গান	৩১
১৬	‘বাদ্য’ জায়েয করার শরয়ী ভিত্তি না থাকার কারণগুলো	৩২
১৭	আমাদের ভাবনা এবং করণীয়	৩৫
১৮	বাদ্যযন্ত্রের বাস্তব কুফল	৩৮
১৯	শয়তানের ওপেন চ্যালেঞ্জ	৩৯
২০	‘বাদ্য’ ছাড়াই ইসলামী টিভি চ্যানেল লন্ডনে চলছে	৪২

২১	'সাইমুম' এ জগতের গর্ব!	৪৪
২২	এ ময়দানে মেয়েদের নামাবেন না!	৪৬
২৩	ইসলামকে 'ইসলাম' হিসেবে মডার্ন পৃথিবীতে পেশ করুন	৪৭
২৪	একটি আবেদন	৪৯

হাদীস কণিকা

রাসূল সা: এর বাণী: **دع ما يريبك إلى ما لا يريبك**

''ছেড়ে দাও তা, যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে দেয়, এবং চলো সে পথে, যে পথে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই''।

(তিরমিযি: হাসান সহীহ হাদীস)

إِذَا حاكَّ في نَفْسِكَ شيء فَدَعْهُ

পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে রাসূল সা: বললেন, ''যখন তোমার মনের মধ্যে কোন বিষয়ে খটকা লাগবে, তখন তুমি তা ছেড়ে দাও'' কেননা সেটাই পাপ।

(মাসনদে আহমদ: ৫/২৫২)

প্রাথমিক কথা

الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذ بالله من شرور أنفسِنا ومن سيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - وشر الأمور محدثَاتُها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار

অর্থাৎ: আমরা আল্লাহর হামদ সহকারে প্রশংসা করছি, তাঁরই সাহায্য চাই এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের মন্দ আমল ও নফসের প্ররোচণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাঁকে সঠিক পথের সন্ধান দেন, সেই সরল পথ পেতে পারে, আর তিনি যাকে সন্ধান দেন না, তার কোন সন্ধান দাতা নেই। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ এক, যার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ সা. তাঁরই বান্দাহ এবং রাসূল। অত:পর নবী স. বললেন, 'আল্লাহর কিতাবই হচ্ছে সর্বোত্তম কালাম, শ্রেষ্ট হেদায়েত হচ্ছে নবী স. প্রদত্ত হেদায়েত; আর সবচেয়ে মন্দ বিষয় হচ্ছে নব-আবিস্কৃত কথা বা আমল, আর সকল নব-আবিস্কৃত আমল হচ্ছে 'বিদআহ', সকল 'বিদআহ' হচ্ছে ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার শেষ ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম' (মুসলিম)। এ অমূল্য কথাগুলো নবী স. ঈদ কিংবা জুমুআর খুতবাহ বা যেকোন ভাষণ পেশ করার সময় উম্মতকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করতেন। তাই আমরাও নবী স. –এর কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

সম্মানিত পাঠক!

চিন্তার বিষয়, ইসলামী শরীয়াহ-এর মূল উৎস কি কি? একজন মুসলিমকে তা জানতে হবে। সবার আগে জানতে হবে ব্যক্তি তাঁর নিজেকে, তাঁর স্রষ্টাকে, তাঁর মালিককে, আরো জানতে হবে তার ধর্ম-বিশ্বাসের মূল কোথায়? তাঁকে কী দায়িত্ব দিয়ে এখানে প্রেরণ করা হয়েছে। সে এখানে (পৃথিবী) এসেছে কোত্থেকে। এ সফর তাঁর কতদিনের? তাঁকে ফিরে যেতে হবে কোথায়? আসল ঠিকানার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে সে কি ছুটছে? নাকি তাঁর পথ পরিবর্তন হতে চলেছে। ওয়াদা করে এসেছিল রবের কথা শুনবে ও তা হুবহু মানবে। কিন্তু দুনিয়ার দ্বান্ধা ও আয়েশে পড়ে সব ওয়াদা ভুলে গেছে। মু'মিন যদি এ ভুল থেকে জাগ্রত হয়ে কুরআন-সুন্নাহর বিধান মোতাবেক দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করতে পারে, তাহলে আল্লাহ তাঁকে জান্নাত দিয়ে মেহমানদারী করবেন সম্মানের সাথে।

আর যারা তাদের জীবন কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী চালাবে, তাদেরকে আল্লাহ দাউ দাউ করা জ্বলন্ত আগুনে ফেলে চিরস্থায়ী শাস্তি দেবেন, যা কোন মুমিনের আদৌ কাম্য হতে পারেনা। তিনি বলেন, **مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا**

তাহলে আসুন! মহান রব্বকে দেওয়া চুক্তি বা ওয়াদা অনুযায়ী পরকালের এ অনন্ত জীবনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আমরা কুরআন-সুন্নাহ মেনে চলতে ওয়াদা করি; যাতে মুসলিম প্রজন্ম পরকালীন জীবন গঠনে এর অনুসরণ করতে শিখে। তাই আমরা জরুরী কয়েকটি বিষয় রপ্ত করি মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন।

শরীয়তের মূল উৎস

শরীয়তের মূল উৎস হলো কুরআন এবং সুন্নাহ, এরই আলোকে গান-বাজনার বিষয়টি আমরা আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। কোন বিষয়ে দ্বীনের ফায়সালা মোতাবেক চলতে হলে পূর্বেই জানতে হবে যে, দ্বীনের মূল উৎস কী এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন না করলে মু'মিনের ঈমানের কি ক্ষতি হতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, **إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ**

'নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও নিজেরা একে অপরের প্রতি বিদ্ধেষ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল...(আলে-ইমরান: ১৯)। আল্লাহ আরো বলেন, **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا**

'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতও (কুরআন) আজ পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকেই তোমাদের জন্যে দ্বীন (পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা) হিসেবে পছন্দ করলাম' । (মায়েদা: ৩)।

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'যে লোক ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য কোন দ্বীন-ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও (তার কাছ থেকে) তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (আলে-ইমরান: ৮৫)। আমরা বর্তমানে ফিতনার যুগে বাস করছি, নবী স. -এর কথা মতে ফিতনাহ চতুর্দিক থেকে আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলছে। তার মধ্যে ইসলামী

সঙ্গীত বা নাশীদে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার এ যামানার একটি বড় ফেতনাহ। গান বা নাশীদগুলো এতদিন খালি গলায় অর্থাৎ কেবল কণ্ঠ দিয়ে গাওয়া হয়েছে, যা 'ফেতনাহ' থেকে নিরাপদ ছিল। কিন্তু এখন সামাজিক যোগাযোগের সুবাদে শয়তান এর উপর সর্বশক্তি নিয়োগ করে ভর করেছে। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার যুগ যুগ ধরে ছিল, কিন্তু ইসলামী গানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ও শরীয়তে এর বৈধতা দানের প্রয়াস একটি নতুন ফেতনাহ। সমাজে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ধরণের দুষিত ভাবনা ও লিবারেল চিন্তা বা ধর্মীয় উদারতার চিন্তা-চেতনা প্রসারের মাধ্যমে ছহীহ-শুদ্ধ চিন্তাকে ইদানিং বেশ কলুষিত করছে। এ ফেতনাহ থেকে বাঁচা যায় কিভাবে, তা-ই এ বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়।

কোন মানুষ ইসলামের মডেল নয়

মনে রাখবেন,কোন ব্যক্তি মু'মিনের মডেল হতে পারেনা। মুমিনের মডেল হলেন বিশ্বনবী স.। আল্লাহ অথবা রাসূল স.-এর কথার মোকাবেলায় মানুষের কিছু যৌক্তিক উক্তিকে ইসলামের কোন মানদন্ড বা দলীল বলে বিশ্বাস করা সঠিক নয়। কেননা আল্লাহ বলেন,

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

'যে কেউ তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর রাসূল স.-এর বিরুদ্ধাচারণ করবে, এবং ঈমানদারদের পথ ছেড়ে অন্যান্য (ভ্রষ্ট লোকদের) নিয়ম-নীতির অনুসরন করবে, আমি তাকে অবশেষে সেদিকেই ধাবিত করবো; যে দিকে সে ধাবিত হয়েছে এবং পরিণামে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর জাহান্নাম তো সবচেয়ে নিকৃষ্টতম গন্তব্যস্থান' (আন-নিস. ১১৫)। আল্লাহ তা'লা অন্য আয়াতে আরো বলেন,

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

হে নবী! 'আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য বানিয়ে ফেলেছে? অথচ আল্লাহ জেনেশুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর ফেলেছেন পর্দা । অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা করোনা? (জাসিয়া: ২৩)। মৌলিক ব্যাপারে আল্লাহ নবীর মাধ্যমে পাঠানো তাঁর কথাগুলো শুনতে কুরআনে আমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন, **ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ**

‘এরপর আমি আপনাকে দাঁড় করে রেখেছি দ্বীনের এক বিশেষ শরীয়তি নীতির উপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন এবং যাদের জ্ঞান নেই, তাদের হাওয়ার (খেয়াল-খুশীর তথা কোন ইজমের) অনুসরণ আদৌ করবেন না’ (জাসিয়া: ১৮)।

কুরআনের অসংখ্য আয়াতে ‘হাওয়া’-র অনুসরণ করতে আল্লাহ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আরবী ‘হাওয়া’ শব্দের অর্থই হচ্ছে মানব মস্তিস্ক প্রসূত ধ্যাণ-ধারণা, চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শ। যাকে ‘মডেল’ বা আদর্শ মনে করে মানুষ নিজে অনুসরণ করা শুরু করে এবং অন্যদেরকে এ চরম ভ্রষ্টতা মেনে চলতে আহ্বান জানায়। আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষকে মান্য করার অর্থই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মানুষের ইবাদত করা। অথচ আল্লাহ বলেন,

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

‘আপনি কি তাকে দেখেন না, যে ‘হাওয়া’কে (প্রবৃত্তি, নাফস বা নিজের খেয়াল-খুশীকে) উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তারপর কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশই শুনে অথবা বুঝে? না! তারা তো চতুস্পদ জন্তুর মত; বরং আরও অধম’ (আল-ফুরক্বান: ৪৩-৪৪)। সূতরাং কোন মু’মিনের ‘হাওয়া’র মত জাহিলিয়াতের অনুসরণ করা আর বেঈমান হওয়া সমান কথা। বরং কুরআন-সুন্নাহকেই সর্বোৎকৃষ্ট মডেল হিসেবে কবুল করা মুমিনের ঈমানের দাবী।

কুরআন-সুন্নাহই আমাদের মডেল বা আদর্শ:

কুরআন-সুন্নাহর মডেলের উপর খুশী থাকা ঈমানের দাবী। তাই কুরআন-সুন্নাহ থেকে ইসলামী গান ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সংক্রান্ত কিছু দলীল পেশ করা যাক । কোন বিষয়ে শরয়ী বিধান ক্বায়েম করতে হলে কুরআনের একটি আয়াত অথবা একটি সহীহ হাদীসই দলীলের জন্য যথেষ্ট। মনে রাখতে হবে, কুরআন বা ছহীহ হাদীস দলীল হিসেবে পাওয়া গেলেই সংশ্লিষ্ট বিষয় বৈধ হবে। আমাদের উপর ফরয দায়িত্ব হলো মূল দলীল তালাশ করা। দলীল টিকলে যেমন জমি টিকে, কেননা “দলীল যার জমি তার”। জাল দলীল দিয়ে জমি টিকাবার চেষ্টার নাম জালিয়াতি, যার পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য। অতএব ‘কুরআন-সুন্নাহই’ হলো সকল ইসলামী নীতির মূল দলীল, অন্যকিছু নয়। যেমন দেখুন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

‘রসূল স. তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করে আমল করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং (রাসূল স.-কে অমান্য করার ক্ষেত্রে) আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা’ (সূরা হাশর: ০৭)। আল্লাহ তা’য়ালা আরো বলেন, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ** ‘হে মু’মিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক আদৌ অনুসরণ করোনা। নিশ্চিত জান সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ (বাক্বারা: ২০৮)। **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا** অপর আয়াতে রয়েছে, ‘যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহ সা: -এর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে’ (সূরা আহযাব: ২১)। **যুগের সাথে তাল মিলাতে যারা বলেন, তাদের বুঝা উচিত যুগের সাথে নয় বরং সময় বা যুগকে ইসলামের সাথে মিলাতে হবে বলে উপরোক্ত আয়াতগুলো বলছে। তাই ইসলামকে বাদ দিয়ে ‘যুগ’কে প্রাধান্যদান ঈমান বিরুধী কাজ কিনা ভেবে দেখুন।**

আল্লাহর কাছে তাওফীক্ব চাচ্ছি, তিনি যেন খুলুসিয়াতের সাথে বিষয়গুলো খুলাসা করার তাওফীক্ব আমাকে দেন। আমি কাউকে খুশী বা হেয় করার জন্য কলম ধরিনি, বরং নবী শুআইব আ:-এর মত আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে দুআ করছি এই বলে যে,

إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

‘আমি তো (আমার কমিউনিটিকে) যথাসাধ্য শোধরাতে চেষ্টা করছি মাত্র। আল্লাহর মদদ ছাড়া কোন কাজই সম্ভব নয়। তাই আমি সর্বদা তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাই’ (সূরা হুদ: ৮৮) । উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা দিবালোকের মত পরিস্কার হয়ে গেল যে, ‘ওয়াহী’-র জ্ঞান বা কুরআন-সুন্নাহই হচ্ছে ঈমানদারদের **আসল মডেল**, কোন ইনসানের ব্যক্তিগত মতামত আর যাই হোক **‘ইসলাম’** নয় ।

হালাল–হারামের বিধান

ইসলাম পাইকারীহারে সকল গানকে হারাম করেনি, বরং যে গানগুলো মানুষের হৃদয়কে বিপথে যেতে আকৃষ্ট করে, সেগুলো সবার দৃষ্টিতে হারাম এবং যে সঙ্গীত বা গান আল্লাহর স্মরণের দিকে আকৃষ্ট করে সেগুলো মোবাহ অথবা জায়েয পর্যায়ভুক্ত বলেই

সবার মত। মনে রাখবেন, হালাল-হারামের আসল মালিক আল্লাহ। যে বা যারা কথায় কথায় হারামকে হালাল বানায় তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'লার বক্তব্য খুবই পরিস্কার,

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ

'তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলোনা যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, পরিণতিতে তাদের কোন মঙ্গল হবে না' (সূরা আন-নাহল: ১১৬)। কাজেই শুবাহ-সন্দেহের রাস্তা ত্যাগ করে প্রকৃত হালাল-হারামকে মেনে চলতে স্বয়ং নবী স. উম্মতকে নির্দেশনা দিয়েছেন,

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، والْحَرَامَ بَيِّنٌ، وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وعِرْضِهِ، ومَنْ وقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وقَعَ فِي الْحَرَامِ،

'হালাল পরিস্কারভাবে বর্ণিত এবং হারামও অনুরূপভাবে উল্লেখিত এবং উভয়ের মধ্যখানে যা কিছু আছে তা শুবাহ-সন্দেহে জড়িত, যা অসংখ্য মানুষ জানেনা। যে ব্যক্তি শুবাহ-সন্দেহ থেকে দূরে থাকলো, সে তাঁর দ্বীন ও সম্মানকে বাঁচিয়ে রাখলো, আর যে শুবাহ-সন্দেহে জড়িত হয়ে পড়ল, সে **হারামে** পতিত হলো'... (মুত্তাফাক্ব আলাইহি)। আশাকরি কেহ বুখারী-মুসলিমের এ হাদীসকে দ্বায়ীফ বলে উড়িয়ে দেবেনা।

এবার এ ব্যাপারে প্রচলিত মতামতগুলো আমরা একটু বিশ্লেষন করবো। গান-বাজনার ব্যাপারে ৪টি মত প্রচলিত: ১. গান-বাজনা উভয়ই হারাম, ২. কেবল দফ ব্যবহার করে গান গাওয়া জায়েয, ৩. কেবল কন্ঠ দিয়ে ইসলামী গান গাওয়া জায়েয, এবং ৪. শর্ত সাপেক্ষে বাদ্য-যন্ত্র ব্যবহার করে ইসলামী গান গাওয়া জায়েয। উপরোক্ত চার প্রকারের কোনটি সঠিক বা কোনটি বেঠিক এবং এর মধ্যে অশ্লীলতাসহ কোন ক্ষতির আশংকা আছে কিনা তা আমরা নিম্নে দলীল ভিত্তিক আলোচনা করবো ইনশা-আল্লাহ।

বাদ্য অবৈধ হওয়ার কুরআন থেকে দলীল

প্রথমেই কুরআনে হাকিম থেকে কতিপয় দলীল দেখুন:

১. আল্লাহ তা'য়ালা সূরা লুকমানে আখেরাত-প্রত্যাশী মুমিনদের প্রশংসা করার পর দুনিয়া প্রত্যাশীদের ক্ষতির কথা বলতে গিয়ে মানুষকে সতর্ক করছেন এভাবে যে,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

‘একশ্রেণীর লোক আছে এমন, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে না জেনে অহেতুক-অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে এবং কুরআন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।’’ (সূরা লুকমান: ৬)। উক্ত আয়াতে ‘অবান্তর কথাবার্তা’ বলতে গান-বাজনা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ বলতে গান-বাজনার মাধ্যমে কুরআনের আয়াতকে উপহাস করা বুঝানো হয়েছে। এর শানে নুযূল বা প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে যে, “নযর ইবনুল হারিস নামে এক ইয়াহুদী বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাঁদী এনে তাকে গান-বাজনায় নিয়োজিত করল। কেউ কুরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান শুনানোর জন্য সে তাদের দাওয়াত দিত এবং গায়িকাকে গান গাইতে আদেশ করত এবং বলত মুহাম্মদ সা. তোমাদেরকে কুরআন শুনিয়ে নামায, রোযা এবং ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কথা বলে। এতে শুধু কষ্ট আর কষ্ট। তার চেয়ে বরং গান শোন এবং জীবনকে উপভোগ কর’’। (ইমাম ইবনে কাসীর, ইমাম কুরতুবী, জালালাইন, তাফহীমুল কুরআন, মাআরিফুল কুরআনের শানে নুযুলের অংশ থেকে গৃহীত)। এ শানে নুযুলের আলোকে সাহাবায়ে কেরামসহ জমহুর বা অধিকাংশ তাফসীরকারকগণ এ আয়াতে বর্ণিত **“লাহয়াল হাদীস”** বলতে গান-বাদ্যকেই বুঝিয়েছেন।

২. শয়তান মানুষকে হারাম পথে পরিচালিত করার জন্যে যত ধরণের কুমন্ত্রণা ও ধোকা দিয়ে থাকে তার অন্যতম হলো সুরেলা কণ্ঠ, তাই আল্লাহ শয়তানকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন: **وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ** ‘ওহে শয়তান, মানুষের মধ্য থেকে যাকে সম্ভব তোর সুরেলা কণ্ঠ দ্বারা সত্য থেকে বিচ্যুত কর...’ (সূরা ইসরা: ৬৪)। এ আয়াতে ‘তোর সুরেলা কণ্ঠ দ্বারা’ বলতে অধিকাংশ বিখ্যাত তাফসীরকারকগণ গান-বাজনাকেই বুঝিয়েছেন। এর ব্যাখ্যায় সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ‘যে সকল বস্তু পাপাচারের দিকে আহ্বান করে তার মধ্য থেকে ইবলীসের আওয়াজ অন্যতম এবং খুবই মাদকাসক্ত হাতিয়ার’। বিখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ রাহ. বলেন, ‘ইবলীসের আওয়াজ বলতে এখানে গান ও বাদ্যযন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে’। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহ. বলেন, ‘যেসব বস্তু পাপাচারের দিকে আহ্বান করে তার মধ্যে **গান-বাদ্যই** সেরা। এজন্যই বাদ্যযন্ত্রের গানকে ইবলীসের আওয়াজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যা সে আকর্ষনীয় করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে’ (ইবনে কাসীর) ।

৩. নিম্নের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে মন্দ কাজে প্রলুব্ধ করার ক্ষমতা দিয়ে আমাদের সতর্ক করেছেন, **أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا** ‘আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফেরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে (মন্দকর্মে) বিশেষভাবে উৎসাহিত ও প্রলুব্ধ করে’ (মারয়াম: ৮৩)। উপরোক্ত ও সূরা ইসরার আয়াতে ‘সুরেলা কণ্ঠ’ বলতে গায়ক শয়তানী রূপ ধরে নিজের কণ্ঠকে যন্ত্রের মাধ্যমে অতিরিক্ত ‘সাউন্ড’ সংযোগে আরো আকর্ষনীয় করে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে পুরো মন, ভাব ও গানকে উৎসর্গ করে, যাতে শ্রোতারা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ‘ভক্ত’ হয়ে যায় । এভাবেই শয়তান মানুষকে প্ররোচণা দিতে উৎসাহ যোগায় ।

শয়তান ‘তাযয়ীন’–এর মাধ্যমে মানুষের আখলাক নষ্ট করে:

আরবী ‘তাযয়ীন’ শব্দের অন্যতম অর্থ হলো ‘অতি আকর্ষনীয় উপস্থাপণা’ অর্থাৎ কোন জিনিষের আসল অবস্থা গোপন করে ডেকোরেশনের মাধ্যমে সৌন্দর্যমন্ডিত করে মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্যে পেশ করা’। কোন বেপর্দা মহিলা যখন বাইরে বেরোয়, তখন শয়তান তাকে যুবকদের সামনে খুবই আকর্ষনীয় (ড্রেসিং স্টাইল, চেহারার লাবন্য, লিপিষ্টিক, চিকিস্টিক, কালারিং আইব্রু, রকমারি হেয়ার কাট, পায়ের হাইহিল, হাস্যময় চেহারা, মায়াবী কণ্ঠের কথামালা ইত্যাদি) ও লোভনীয় করে উপস্থাপণ করে। যাকে কুরআন জাহিলিয়াত যুগের ‘তাবাররুজ’ বলে আখ্যায়িত করেছে এবং মু’মিনাতকে তা বর্জন করতে বলেছে, (আহযাব: ৩৩)। শয়তান এভাবেই মানুষকে রকমারি আয়োজনের মাধ্যমে আকর্ষনীয় করে পেশ করে, তা নিচের আয়াতগুলোতে দেখুন।

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ‘এবং শয়তান তার (অনুসারীদের) চোখে তাদের কার্যাবলীকে সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। যার ফলে তারা কোনদিন সৎপথ খোঁজে পায় না’ (নামল: ২৪)।

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

‘তারা মনে করে যে, তারা খুব ভাল কাজ করছে (যা দিয়ে আল্লাহকে তারা রাজী করে ফেলবে), অথচ তারা সেই লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই নষ্ট হয়ে গেছে।’ (সূরা আল-কাহফ: ১০৪)। **وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا** ‘এবং দুনিয়ায় শয়তান যার সাথী হয়েছে, তার আসলেই নিকৃষ্টতর সাথী জুটেছে’ (সূরা নিস. ৩৮) ।

প্রিয় পাঠক! আমাদের আলোচ্য বিষয় এখানে খালি গলায় গাওয়া একক গান, সঙ্গীত, নাশীদ কিংবা কবিতা নয়। যেহেতু এগুলো সবার দৃষ্টিতে জায়েযের অন্তর্ভূক্ত। এখানে আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে **'বাদ্য সহ গান গাওয়া'**। কেহ আবার এখানে ভুল বুঝতে পারেন যে, কুরআন-সুন্নাহতে যেহেতু 'গান-বাদ্য হারাম' হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাহলে সকল গানই সম্ভবতঃ এর অন্তর্ভুক্ত । নাহ, কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যায় যখন 'গান' বলা হয়, তা মূলতঃ বাদ্যসহ গাওয়া গানকেই বুঝায় ।

সুন্নাহ থেকে দলীল

বিভিন্ন হাদীস ও তাফসীরের কিতাবে এ বিষয়ে অনেকগুলো হাদীস পাওয়া গেলেও মানগত দিক বিবেচনা করে মাত্র কতিপয় হাদীস মন্তব্য সহকারে নিম্নে পেশ করলাম:

১. আবু মালিক অথবা আবু আমের আল আশআরি (রা:) বলেছেন, তিনি রাসূল স. থেকে শুনেছেন, রাসূল স. বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতগুলো সম্প্রদায় হবে, যারা (প্রকাশ্যে) যেনায় লিপ্ত হবে এবং রেশমী কাপড়, মদপান ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে (বুখারী: ২য় খন্ড হা নং ৫৫৯০, মাজমূউল ফাৎয়া নং ১১/৫৭৬)। উপরোক্ত হাদিসের অপর বর্ণনায় রাসূল স. 'যারা অন্যান্য জিনিষের সাথে বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে এবং ক্বিয়ামতে তাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করে দেওয়া হবে' কথাটিও উল্লেখ করেছেন। (ইমাম ইবনে হাজার, ইবনে হিব্বান, ইমাম তাহাভী, ইবনে তাইমিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়েম, সহ অনেকেই হাদীসটি **সহীহ** বলে মন্তব্য করেছেন)

২. আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাদ্বি) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল স. এরশাদ করেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ আমার উপর হারাম করে দিয়েছেন মদপান করা, জুয়া খেলা, বাশিঁ বা তবলা বাজানো এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্য' । (মসনদে আহমদ ২য় খন্ড, পৃ: ১৬৫ এবং অন্যরা হাসান বললেও শায়েখ আলবানী এ হাদীসকে **সহীহ** বলেছেন)।

৩. আবু মালেক আল-আশআরী (রা:) বর্ণনা করেছেন, রাসূল স. বলেন, 'আমার উম্মতের কিছুলোক মদপান করবে । মদের নাম বদলিয়ে নতুন নাম করণ করবে এবং তাদের মাথার পাশে (শুবার বিছানায়) বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্র থাকবে, তাদের

কতেককে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে এবং বানর ও শুকরে পরিণত করে দেওয়া হবে’। (ইবনে মাঝাহ, তাবারানী, ইবনে হিব্বান, মোসান্নেফে আবূ শাইবাহ: ৮ম খন্ড, পৃ: ১৮, মান-**সহীহ**)।

ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير [رواه ابن ماجه: 4020،]

ইবনে মাঝাহর বর্ণনায় উপরোক্ত কথাগুলো অতিরিক্ত এসেছে ‘‘যখন মাথার উপর বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্র বাজাবে ও গায়িকারা গান গাবে, তখন তাদের কতেককে জমিনে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে, তাদের বাকীগুলোকে বানর ও শুকরে পরিণত করা হবে’’। (**হাদীস ছহীহ**)। এ হাদীসের ভাষ্য মতে আজকাল গায়করা শ্রোতাদের মনোরঞ্জনে পশুর মুখোশ পরে গান বা নাটক পরিবেশন করছে। এদিকে গত সপ্তাহে (১২ই ফেবুয়ারী’২৩) তুরস্ক ও সিরিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বড় বড় ভূমিকম্পে যমীন ধ্বসে যাচ্ছে কেন?

৪. ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদ্বি) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলে করীম স. এরশাদ করেছেন, ‘এই উম্মতের মধ্যে ‘খাসাফ’ তথা জমিন ধ্বসে ফেলা ও ‘মাসাখ’ তথা ওলট-পালট করে দেয়া, ‘ক্বাযাফ’ তথা পাথর বর্ষন করা হবে। এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন তা কখন হবে ইয়া রাসুলাল্লাহ? জবাবে তিনি বললেন, যখন ‘ক্বাইনাত ও মায়াযিফ’ অর্থাৎ রকমারি **বাদ্যযন্ত্র** প্রকাশ্যভাবে ব্যবহৃত হবে এবং মদকে হালাল করা হবে’। (তিরমিযি ও তাবারানী থেকে বর্ণিত এবং অনেকে **সহীহ** বলে মন্তব্য করেছেন)।

৫. জাবির (রাদ্বি:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূল স. আব্দুর রহমান বিন আওফের সাথে একটি খেজুর বাগানের দিকে বের হলেন; তখন তাঁর ছেলে ইব্রাহীম অসুস্থতায় কাতরাচ্ছিলেন, তিনি গিয়ে তাঁকে কোলে নিলেন তখন তাঁর দু’চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। এ অবস্থা দেখে আব্দুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন হে নবী! আপনি কি কাঁদছেন? অথচ আমাদের কাদঁতে আপনি নিষেধ করেন। নবী স. জবাব দিলেন, ‘আমি তোমাদের কাঁদতে নিষেধ করিনি? বরং আমি তোমাদের দু’টি অনর্থক ও অভিশপ্ত আওয়াজ থেকে নিষেধ করি, তার প্রথমটি কোন উৎসবের সময় শয়তানের সূরেলা কণ্ঠ ও বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ এবং দ্বিতীয়টি মৃত্যু বা মুছিবতের সময় নিয়াহা করা অর্থাৎ বিলাপ বা অধৈর্য হয়ে চিৎকার দিয়ে আওয়াজ করা’। (ইমাম তিরমিযি ও শায়েখ আলবানী হাদীসটিকে তাঁর জামে’ তে **হাসান** বলে মন্তব্য করেছেন, হাদীস নং ৫১৯৪)।

৬. সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, 'ঘন্টিবাধা ঘুঙুর হল শয়তানের বাদ্যযন্ত্র''। (সহীহ মুসলিম: ২১১৪)। মৃদু আওয়াজের ঘন্টি-ঘুঙুরের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে **'মডার্ন সাউন্ড'** বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের বিধান কী হবে তা খুব সহজেই অনুমেয়। রাসূল স. -এর আমলে যেখানে বাদ্য বা বাজনার এতটা দৌরাত্ব্য ছিলনা, বরং কবিতার জয়জয়কার ছিল। কবি সাহাবী হাসসান বিন সাবিত রা:'কে দিয়ে কাফেরদের কত কবিতার জবাব দিয়েছেন। খন্দকের যুদ্ধে মাটি কাটার কাজেও পরস্পরে কবিতা আবৃত্তি করে করে উৎসাহ দিতে তিনি মানা করেননি। তাছাড়া বিভিন্ন যুদ্ধের ময়দানে ছন্দে ছন্দে কবিতা আবৃত্তি করে সৈনিকদের উৎসাহ যুগিয়েছেন। এমনকি মসজিদের মিম্বরে কবিতার পংক্তি আওড়াতে পর্যন্ত সাহাবীদের মানা করেননি, এতে বুঝা গেল মুক্ত কণ্ঠের সঙ্গীত বা 'কবিতা আবৃত্তি' করাকে নবী স. অনুমোদন করেছেন। তাছাড়া সাহাবী কিংবা তাবেয়ীদের মধ্যেও অর্থাৎ **ইসলামের স্বর্ণযুগে বাদ্য ব্যবহারের কোন দলীল মিলেনা।**

সাহাবী ও তাবেয়ীদের মতামত

আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. কে উক্ত আয়াতের 'লাহওয়াল হাদীস'-এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আল্লাহর শপথ, উহা গান'। রঈসুল মুফাসসিরীন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. একই কথা বলেছেন। তাবেয়ী সায়ীদ ইবনে যুবাইর থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। বিখ্যাত তাবেয়ী হাসান বসরী রাহ. বলেন, সূরা লুক্বমানের ৬ নং আয়াতটি গান ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যা বান্দাহকে কুরআন শ্রবণ, বুঝা ও কুরআনের দিকে ফিরে আসা থেকে গাফেল করে দেয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৪৪১)। সাহাবী ও তাবেয়ীদের ভাষ্য অনুযায়ী বহু গুনাহর সমষ্টি হল ঐ গান যা বাদ্যযন্ত্র সহ গাওয়া হয়। গুনাহগুলো হলো: ক) নিফাক, খ) ব্যভিচারের প্রতি প্রেরণা দানকারী, গ) মস্তিষ্কের উপর হাক্ব গ্রহণে আবরণ সৃষ্টিকারী, ঘ) কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি অনিহা, ঙ) আখিরাতের চিন্তা নির্মূলকারী চ) শয়তানের অনুসরণে আকর্ষণ সৃষ্টিকারী, ছ) জিহাদী চেতনা বিনষ্টকারী, জ) হারাম পথে অর্থ ব্যয়কারী ও ঝ) পরস্পরে হারাম কাজে লিপ্ত হতে সাহায্যকারী, ইত্যাদি।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, পানি যেমন (ভূমিতে) তৃণলতা উৎপন্ন করে তেমনি গান মানুষের অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে। (তাফসীরে কুরতুবী ১৪/৫২)। ইসলামী গান অন্তরে আল্লাহর স্মরণ এনে দেয়, আর অনৈসলামিক গান মনের মধ্যে নিফাক সৃষ্টিতে সাহায্য করে। ইবনে মাসউদ রা. বলেন: 'যিকর অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে, যেমন পানি ফসল উৎপন্ন করে'। ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহি. বলেন: 'যে ব্যক্তি সব সময় গান-বাজনায় ব্যস্ত থাকে, তার অন্তরে মনের অজান্তে মুনাফেকী সৃষ্টি হবে, যদিও তার মধ্যে এর অনুভূতি আসবে না'। কারণ কোন বান্দার অন্তরে কোন অবস্থাতেই গানের মহব্বত ও কুরআনের মহব্বত একত্রে সন্নিবেশিত হতে পারে না। তাই যখনই তারা গান শ্রবণ করে, তখনই তাদের অন্তরে মিষ্টি-মধুর সূর যৌন উত্তেজনা এনে দেয় এবং হৃদয় নিংড়ানো গানের কারণে অন্তরে এমন এক ভাবের সৃষ্টি হয়, যার ফলে যুব শ্রোতারা গায়ক-গায়িকাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হারাম সম্পর্ক সৃষ্টিতে শয়তান উদ্দীপ্ত যৌবনের এই উম্মাদনাকে কাজে লাগায়।

পৃথিবীর জমহুর (অধিকাংশ) আলেম
বাদ্যযন্ত্রের বিপক্ষে

ফিক্‌হের প্রধান চার ইমামের ভাষ্য:

১. হানাফী: উসূলের কিতাব **الأشباه والنظائر** –এ রয়েছে, ইমাম নূ'মান বিনতে সাবিত আবু হানিফা রাহি: কর্তৃক উদ্ভাবিত ফিক্‌হের নীতি সমূহের অন্যতম একটি নীতি হলো: 'যে জিনিষ হারাম, তার সামান্যটুকুও হারাম' **(مقدمة الحرام حرام)** সূতরাং বাদ্য যেহেতু হারাম, তার সামান্যটুকুও হারাম। হানাফী মাঝহাবের অন্যতম ইমাম ইবনে নুজাইম মিশরী হানাফী (রাহি:) তাঁর মানাকেবে উল্লেখ করে বলেন, 'গান যখন বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে গাওয়া যাবে, তখন হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলেম সমাজ ঐক্যমত পোষণ করেছেন'। বাদ্যযন্ত্র ছাড়া গান গাওয়ার মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হ্যাঁ 'নেহায়া' ও 'ইনায়া' নামক কিতাবে রয়েছে বিনোদনের জন্য গান করা প্রত্যেক ধর্মে হারাম। (বাহরুর রায়েক খন্ড-৭, পৃষ্টা ৮৮-৮৯)। আল্লামা শামসুদ্দীন ছারাখসী (রাহি:) বলেন, ঐ গায়কের স্বাক্ষী

গ্রহণযোগ্য নয়, যে তাঁর গানের মাধ্যমে মানুষকে একত্রিত করে এবং মানুষ তাঁর দিকে ছুটে আসে। (আল-মাবসুত, ১৬তম খন্ড, পৃষ্টা নং ১৩২) আল্লামা কাসানী হানাফী (রাহি:) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে লিপ্ত থাকে যা নিন্দিত বা তিরস্কৃত নয়, যেমন লাঠির শব্দ ও দফ এর মাধ্যমে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা বিলুপ্ত হবে না। আর যদি বাদ্যযন্ত্রগুলো নিন্দিত হয় যেমন বীণা বা তবলা জাতীয়; তাহলে তার (আদেল হওয়া) ন্যায়পরায়ণতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কারণ এ বাদ্যযন্ত্রগুলো কোন অবস্থায় জায়েয নেই। (বাদায়ে আস্ সানায়ে)। আল্লামা কামাল উদ্দীন ইবনে হুমাম (রাহি:) বলেন, হ্যাঁ যে সমস্ত কছিদা বা গজল বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে পড়া হয় যদিও ঐ গজলে আল্লাহর প্রশংসা, নছিহত ও হিকতমত রয়েছে, তবুও তা নিষেধ করা হবে। নিষেধ করাটা বাদ্যযন্ত্রের কারণে, গজলের কারণে নয়। (ফৎহুল ক্বাদির)। ফতোয়া-এ-আলমগীরীতে রয়েছে, শামসুল আয়িম্মা হালওয়ানী বলেন, গান শ্রবণ করা এবং আমাদের দেশের ভন্ড সুফীদের নাচ-গান সব হারাম। সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা করা ও বসা হারাম, কেননা গান ও বাদ্যযন্ত্র উভয়টির একই হুকুম। (আলমগীরী)।

২. মালিকী: ইমাম মালেক রাহ. কে গান-বাদ্যের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, কেবল ফাসিকরাই তা করতে পারে। (কুরতুবী ১৪/৫৫) গান-বাদ্যে লিপ্ত ব্যক্তি হলো আহমক। আল্লামা ওয়াশাতানি মালেকি (রঃ) বলেন, বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে গান নিষিদ্ধ এবং বাদ্যযন্ত্র ছাড়াও গান ইমাম মালেক (রঃ) এর মতে মাকরুহ । ইমাম কুরতুবী মালেকী (রঃ) অনেক হাদিস ও ইমামের বাণী পেশ করার পরে বলেন, "শরীয়তে কোন গায়ক ও নর্তক বা নৃত্য শিল্পীর স্বাক্ষী গ্রহণযোগ্য নহে"। (তাফসীরে কুরতুবী)।

৩. হাম্বলী: আল্লামা ইবনে কুদামা হাম্বলী (রঃ) বলেন, বিনোদন ৩ প্রকার (১) হারামঃ-ধনুকে তার সংযোজন করা, বাঁশী এবং মুখের মাধ্যমে বাজানো সব যন্ত্র, যে ব্যক্তি বীণা বা 'ঢাক' বাজায়, ঢোল পিটায়, তার স্বাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। (২) মোবাহ্ঃ কচি-কাচাদের জন্য ঈদ ও বিয়েতে দফ বাজানো জায়েয। (৩) মকরুহঃ পুরুষদের জন্য সর্ব অবস্তায় দফ বাজানো মকরুহ, কেননা মহিলা ও হিজড়ারা দফ বাজায়। পুরুষ যখন দফ বাজাবে তাদের সাথে সাদৃশ হয়ে যাবে। রাসূল স. ঐ পুরুষকে অভিশাপ দিয়েছেন, যারা মহিলার সাথে সাদৃশ্য রাখে। আর অবশ্য গানের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র হারাম। এ কথার উপর আলেমগণ

একমত। (আল-মুগনী ১০ম খন্ড, পৃ; ১৭৪)। ইবনে আকীল হাম্বলী রা. বলেন: 'যদি কোন গায়িকা (নিজের স্ত্রী ব্যতিত) গান গায়, তবে তা শ্রবণ করা হারাম'। এ ব্যপারে হাম্বলী মাযহাবে কোন মতবিরোধ নেই। ইমাম ইবনে হাযম র. বলেন: 'মুসলিমদের জন্য কোন অপরিচিতা মহিলার গান শ্রবণ করে আনন্দ লাভ করা হারাম'। হাম্বলী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ আল্লামা আলী মারদভী বলেন, 'বাদ্য ছাড়া গান মাকরূহে তাহরীমী। আর যদি বাদ্য থাকে, তবে তা অবশ্যই হারাম'। (আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৩৮৮)।

৪. শাফেয়ী: ইমাম শাফেয়ী রাহ. শর্তসাপেক্ষে শুধু ওলীমা অনুষ্ঠানে দফ বাজানোর অবকাশ আছে বলে মত দিয়েছেন। কেননা বিয়ের ঘোষণার উদ্দেশ্যে ওলীমার অনুষ্ঠানে দফ বাজানোর অবকাশের বর্ণনা হাদীসে রয়েছে। মনে রাখতে হবে, এখানে দফ বাজানোর উদ্দেশ্য হল বিবাহের ঘোষণা, অন্য কিছু নয়। (ফাতহুল বারী ৯/২২৬) তিনি আরো বলেন যে, 'গান-বাদ্যে লিপ্ত ব্যক্তি হলো আহমক'। অতপর বলেন, সর্বপ্রকার বীণা, ডাক-ঢোল, তবলা, সারেঙ্গী সবই হারাম এবং এর শ্রোতা ফাসেক। তার স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। (কুরতুবী ১৪/৫৫)। আল্লামা ইমাম শরফুদ্দীন নববী (রাহি:) বলেন, বাঁশী ও বীণার মত বাদ্যযন্ত্র যত আছে, এ গুলোর ব্যবহার জায়েয নয় । কেননা উক্ত বাদ্যযন্ত্রে শরয়ী কোন উপকার নাই, (শরহে মুহায্যব)। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী শাফেয়ী (রাহি:) বলেন, 'বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে দফ বাজানো জায়েয বলে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র জায়েয বলা যাবে না'। (ফতহুল বারী ২য় খন্ড পৃ: ৪৪৩)। গান ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. অভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। সবার দৃষ্টিতেই গান-বাদ্য হারাম।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এ প্রসঙ্গে বলেন: 'বাজনা হচ্ছে নফসের মদ স্বরুপ। মদ যেমন মানুষের ক্ষতি করে, বাদ্যও মানুষের সমানভাবে ক্ষতি করে। যখন গান বাজনা তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখনই তারা শির্কে পতিত হয়। আর তখনই তারা শির্ক, ফাহেশা কাজ ও জুলুম করতে উদ্যত হয়। যারা গান বাজনা করে তাদের অধিকাংশের মধ্যেই এই তিনটি নেশা দেখা যায়। তাদের বেশীর ভাগই মুখ দিয়ে শিস দেয়, গান গায় ও হাততালি দেয়। শিরকের নিদর্শন স্বরূপ তাদের পীর অথবা গায়কদের আল্লাহর মত অথবা এর চেয়ে অধিক ভালবাসে। ফাহেশার নিদর্শন হিসেবে গান হলো

যেনার উপকরণ স্বরূপ। এর কারণেই বেশীর ভাগ ফাহেশা কাজ অনুষ্ঠিত হয় গানের মজলিসে। যেখানে যেখানে পুরুষ-মহিলা, বালক-বালিকা চরম স্বাধীন ও লজ্জাহীন হয়ে পড়ে। তখন তাদের জন্য ফাহেশা কাজ করা সহজ হয়ে দাঁড়ায়, যা মদ্যপানের সমতুল্য কিংবা আরও ভয়াবহ'। এ জন্য ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও বিখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়েখ আলবানী রাহি:-র মন্তব্য হলো: 'খেল-তামাশা ও **বাদ্যযন্ত্রের সকল হাতিয়ারই হারাম'।**

বর্তমান যামানার আলেমদের অভিমত

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম আশরাফ আলী থানবী রাহ:, পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম আল্লামা শফী রাহি: ও তার ফতোয়ায়ে 'আলাতে জাদীদাহ', মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, শায়েখ আব্দুল আযিয বিন বায, সালেহ আল-উসাইমীন, শায়েখ সালেহ বিন ফাউযান আল-ফাউযান রাহি:, শায়েখ আসিম আল-হাকীম, বিশ্ববরেণ্য ফিক্বাহবিদ পাকিস্তানের মুফতী তকি উসমানী, ভারতের দারুন নাদওয়ার শায়েখ সালমান আন-নাদভি, বিশ্ব বরেণ্য দাঈ যাকির নায়েক, দেওবন্দের প্রধান মুহাদ্দিস শায়েখ সৈয়দ পালণ পূরী রাহি:, দিল্লী জামে মসজিদের প্রধান ইমাম মুফতী মুকাররাম, ঢাকার মুফতী আমীমুল ইহসান-রাহি:, মুহাদ্দিস আল্লামা আজিজুল হক রাহি:, হাটহাজারী মাদ্রাসার মুহতামিম মুফতী শাহ শফী রাহি:, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম রাহি:, মুসলিম বিশ্বের জনপ্রিয় বক্তা জিম্বাবুইয়ের মুফতি ইসমাইল মেনক, নতুন প্রজন্মের আমেরিকান বক্তা শায়েখ ওমর সুলাইমান, বাংলাদেশের জননন্দিত আলেম আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী, চট্টগ্রামের বায়তুশ শরফের মরহুম পীর মাওলানা আব্দুল জাব্বার সাহেব রাহি: (যিনি 'মিউজিক হারাম' নামে ফতোয়ার বই লিখেছেন), বিশ্বনন্দিত প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন প্রিন্সিপাল শায়েখ কামালুদ্দীন জাফরী, ড: আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহি:, মুফতী কাজী ইব্রাহীম, বিশিষ্ট আলেম ও লিখক মাওলানা আবদুশ শহীদ নাসিম, ঢাকাস্থ দারুল ইফতার মুফতী আব্দুল মান্নান, বিশিষ্ট তরুণ বক্তা মাওলানা মিযানুর রহমান আঝহারী, 'দারুসসুন্নাহ ফাউণ্ডেশন'-র শায়েখ আহমাদুল্লাহ, গ্রেটবৃটেনের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন খতীব শায়েখ আব্দুল কাইউম ও উয়েলসের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা বাশীরুযযামান সাহেব সহ বিশ্বের অসংখ্য উলামা-মাশায়েখ বাদ্যযন্ত্র ছাড়া কেবল খালি কণ্ঠ দিয়ে গাওয়া

গান বা নাশীদকে জায়েয মনে করেন। কিন্তু ‘দফ’ ছাড়া যেকোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে গান গাওয়াকে সকলেই **হারাম** মনে করেন। দেশের বড় বড় দ্বীনি প্রতিষ্ঠান বাজনা হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন। মিশরের আল-আযহারের অন্যতম প্রফেসর এবং ফিক্বহ বিভাগের প্রধান মুফতী শায়েখ শা’রাভী রাহি:-এর ফতোয়া হলো: **يخرج الإنسان عن كل شئ سمت اعتداله ووقاره فهو حرام** ‘এমন প্রত্যেকটি জিনিষ যা আবিস্কার করলে মানবতার ভারসাম্য ও মর্যাদা বিনষ্টের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে, তা হারাম; এমনকি তা গান-বাজনার ক্ষেত্রে হলেও’।

These are the **HARAM** instruments of most modern sound systems.

ইউটিউবে ‘মিউজিক’ সংক্রান্ত তার এ বক্তব্য শুনে আসতে পারেন। তাছাড়া মুসলিম বিশ্বে অনুসরণীয় ফতোয়ার কিতাব যেমন, ‘ফতোয়ায়ে আযিযিয়া, ফতোয়ায়ে উসমানিয়া, হেদায়া, ফতোয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া, ফতোয়ায়ে হারামাইন এমনকি ফতোয়ায়ে দেওবন্দ ও হাটহাজারী মাদ্রাসার ফতোয়াতেও **বাদ্য হারাম** বলে পরিস্কার উল্লেখ রয়েছে।

শরয়ী বিষয়ে আমাদের অবস্থান:

আমরা যে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী, সে আন্দোলনের মূল ধারার নেতারা আমাদেরকে যতগুলো দ্বীনের মূলনীতি শিখিয়েছেন, তার অন্যতম হলো: **‘আল্লাহ আওর উসকে রাসূল কে সেওয়া কুই ইনসান মিয়’ইয়ারে হাক্ব নেহি হ্যায়’** অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. ছাড়া কাউকে সত্যের মাপকাঠি হিসেবে অন্ধভাবে মেনে নেয়া যাবেনা’

এমতাবস্থায় মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন চিন্তাবিদের কথাকে অন্ধভাবে মেনে নেবার মানসিকতা আদৌ সঠিক নয়। তাঁদের ফিক্বহী অনেক ব্যাপারে দুনিয়ার অসংখ্য আলেম একমত নন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠা একজন অধ্যাপকের নামও সেখানে রয়েছে,

যার কথা শরীয়তের দলীল হবার কোন কারণ নেই। অপরদিকে কুরআন হাদীস ছাড়াও অসংখ্য সাহাবী, তাবেয়ী, মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন, চার ইমাম, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, উপমহাদেশের বিখ্যাত মাদ্রাসাহ এবং ফতোয়া বোর্ড সমূহের রায় সহ অগণিত মুজতাহিদের দলীলগুলো গান-বাজনার বিপক্ষেরই প্রমাণ। তারপরও শয়তান এগুলো মানতে বিভিন্ন আপত্তির জন্ম দিয়ে মানুষকে বাধা দেয়। শয়তান কিভাবে মানুষকে ফাঁদে ফেলে, তা হৃদয়ঙ্গম করতে কুরআনের নিম্ন আয়াতগুলো পড়ুন।

হেদায়েতের প্রকৃত মালিক আল্লাহ

হক্ব বুঝতে ও হক্বের পথে চলতে আল্লাহর তাওফীক্ব প্রয়োজন: সমাজে এমন কিছু লোক আছে, যে বা যারা নিজের মন-মননে পূর্ব থেকেই একটি শক্তিশালী মতামত বা ‘অপিনিয়ন’ বসিয়ে রেখেছেন, যেটাকে ‘মাইন্ড সেট’ বলে। তাই কেহ যদি জেদ ধরে বসে, কুরআন থেকে দলীল পেশ করলেও কেউ তাদেরকে দ্বীনের কথা বুঝাতে পারবেনা। আল্লাহ বলেন, **كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ** ’যারা হক্ব বুঝার চেষ্টা করেনা, আল্লাহ তাদের হৃদয়ে এমনিভাবে মোহর অঙ্কিত করে দেন, পরে তারা আর বুঝতেই পারেনা’ (আর-রূম: ৫৯) । যাদের অন্তরে মোহর অঙ্কিত হয়ে যায়, তাদের উপর থেকে আল্লাহর রহমত উঠে যায়, ফলে শয়তান তাদেরকে বিনা লাগামে সওয়ার হয়ে চড়ে, আল্লাহ বলেন, **اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ** ‘শয়তান তাদেরকে একদম বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে একদম ভূলিয়ে দিয়েছে’। (মুজাদালাহ: ১৯)। কিন্তু যা দের মন-মগজ হক্ব বুঝার জন্য নিরপেক্ষভাবে উন্মুক্ত থাকবে, তাদেরকে আল্লাহ ছহীহ বুঝ দান করবেন বলে আল্লাহ বলছেন, **وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا** ‘তারা আপনার কাছে কোন সমস্যা উপস্থাপিত করলে আমি আপনাকে তার সঠিক জবাব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি, (যাতে তারা সহজে বুঝে যায়)’ (আল-ফুরকান: ৩৩)। তাই দ্বীনের সঠিক হিদায়েতের জন্য একদিকে যেমন চেষ্টা করতে হয় তেমনি মনের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং হাক্ব থেকে বিচ্যুত না হতে মালিকের কাছে ধর্ণা দিতে হয়। তাই তিনি দোআ শিখিয়েছেন, **رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ** ‘হে

আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে হাক্ব পথ থেকে বিচ্যুত করোনা এবং আমাদেরকে তোমার বিশেষ অনুগ্রহ দান কর। কেননা তুমিই একমাত্র দাতা' (আলে-ইমরান: ৮)। তারপর শুকর গুজার হয়ে থাকতে হবে যেভাবে, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللهُ** 'আলহামদুলিল্লাহ, যিনি আমাদেরকে ইসলামের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। নতুবা আমরা কখনও হেদায়েতের সন্ধান পেতামনা, যদি তিনি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে হাক্ব পথ প্রদর্শন না করতেন, তাহলে আমরা কখনোই হেদায়েত পেতামনা' (আ'রাফ: ৪৩)।

গান-বাদ্যের পক্ষের কতিপয় যুক্তির জবাব

আমাদের কাছে গতমাসে (ডিসেম্বর'২০) বাদ্যযন্ত্র সহ নাশীদ বা ইসলামী গান গাওয়ার পক্ষে অনেক যুক্তি-প্রমাণ সম্বলিত একটি প্রবন্ধ এসেছে, তাছাড়া ইন্টারনেট থেকে যে বা যারা ঐ প্রবন্ধটি পড়বেন, শরিয়তের দলীলগুলো তাঁদের জানা না থাকলে তাঁরা সন্দেহের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়বেন। সরাসরি কুরআন-হাদীসের মূল প্রমাণাদিকে পাশ কেটে খোঁড়া যুক্তি-তর্কের মারপ্যাঁচে ফেলে। এভাবেই দ্বীনে মোহাম্মদীর মধ্যে হারামকে হালাল করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়ে থাকে। ঐ প্রবন্ধে বেশ কিছু তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, যার প্রমাণভিত্তিক বিশ্লেষন প্রয়োজন, নতুবা সাধারণ মানুষ ছাড়াও অনেক তাক্বওয়াবান মুসলিম ভাই-বোন শুবাহ-সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে পড়বেন। এদের সন্দেহ নিরসন কল্পে অতি সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে কিছু জবাব পেশ করছি। যেহেতু সন্দেহে আবর্তিত মানুষই মূলত না বুঝে শরীয়তের সীমার বাইরে চলে গিয়ে শয়তানের শিকারে পরিণত হয় সহজে।

যুক্তি ১. তারা প্রবন্ধে যুক্তি দিতে গিয়ে লিখেছেন, মিযমার বলতে সুরেলা কণ্ঠ, যার সাথে বাদ্য বাজিয়ে নবী দাউদ আ. নাকি 'যাবূর' তিলাওয়াত করতেন।

জবাব: বাদ্যযন্ত্রের নাম মিযমার নয়। আরবী শব্দ 'মিযমার'–এর অর্থ হলো সুন্দর বা জাদুকরী বাঁশীর কণ্ঠ। যা শুনলে মানুষ আকৃষ্ট হয় এবং মন মাতিয়ে তুলে । নবী দাউদ আ. যখন 'যাবূর'

কিতাব তিলাওয়াত করতেন; তখন মানুষ, পশু-পক্ষী এমনকি পানির নীচের মাছ পর্যন্ত তা শুনার জন্য এসে ভীড় জমাত। তিনি বাদ্য বাজিয়ে যবূর পড়তেন না, এটি মনগড়া কথা। আল্লাহ তাঁকে 'মিযমার' তথা আকর্ষনীয় কণ্ঠস্বর দান করেছিলেন। একবার নবী স. আবু মূসা রা:-র সুরেলা কণ্ঠের কুরআন তিলাওয়াতকে উৎসাহিত করতে বলেছিলেন, 'হে আবু মূসা! তোমাকে দাঊদ পরিবারের কণ্ঠস্বর থেকে এমন 'মিযমার' (সুললিত কণ্ঠ) দান করা হয়েছে' (বুখারী: ৪৬৭৫)। সূতরাং মিযমারের মত সুরেলা কণ্ঠে একাকী অথবা যৌথ কণ্ঠে গান গাইতে সমস্যা নেই। তবে এই 'মিযমার' যখন মেয়েলী কণ্ঠে অথবা বাদ্যসহ গান বা নাশীদ গাওয়া হবে, কিংবা ছেলে-মেয়েদের মিশ্রিত নাচ-গান বুঝানো হবে, তখন তা 'হালাল' হবে কেমনে?

এবার 'মায়াযিফ'–এর অর্থ: 'মায়াযিফ' শব্দের অর্থ হলো বাদ্যযন্ত্রের হাতিয়ার, অর্থাৎ যেসব যন্ত্রের সাহায্যে বাজনা বাজিয়ে গান গাওয়া হয়। জাওহারী কিতাবে ইমাম কুরতুবী বলেন, মায়াযিফ মূলতঐ গান, যা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গাওয়া হয়। হাদীসে পরিস্কার এসেছে, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, ''আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল সাব্যস্ত করবে। (বুখারী: হাদীস নং ৫৫৯০)। উপরোক্ত হাদীসে সকল বাদ্যযন্ত্রকেই 'মায়াযিফ' অর্থে ধরা হয়েছে। আরবী অভিধান 'ক্বামূসে'ও যার অর্থ করা হয়েছে, 'বাদ্য বাজানোর যেকোন যন্ত্র দিয়ে কিছু গেয়ে মানুষের মন আকৃষ্ট করা'। রাসূল স. বলেছিলেন, **'আমার কিছু উম্মত 'বাদ্যযন্ত্রকে হালাল সাব্যস্ত করবে'।** আজ আমরা সেই ভবিষ্যত বাণীর সত্যতাই বর্তমান দুনিয়ায় কিছু মুসলমানদের মধ্যে বাস্তবায়িত হতে দেখছি।

যুক্তি ২. مقاصدالشريعة 'মাক্বাসিদুস শরীয়াহ'–এর প্রেক্ষিতে বাদ্যসহ গান হালাল।

জবাব: এ বিষয়টি খুবই জরুরী। আমরা লক্ষ্য করছি, আধুনিক জগতের কতিপয় গবেষক এই 'টার্ম' টি হারাম কিছুকে বৈধ করার মানসে ব্যবহার করছেন। যার ব্যাপারে পৃথিবীর উঁচু স্তরের আলেম এমনকি মুজতাহিদ পর্যায়ের ইমাম, মুফতী, মুহাদ্দিস, মুফাসসির আলেমগণ একমত নন। যেমন: সূদের ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা বা কারবার করা,

সূদের পয়সা দিয়ে বিয়ে করা, ইউরোপ-আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের লোভে সূদ দিয়ে ঘর-বাড়ী কেনা, রেস্টুরেন্টে হালাল খাবারের সাথে মদ বেঁচা-কেনা, ঘরের তৈজসপত্রের ইন্স্যুরেন্স করা, 'স্টুডেন্ট' লোন নিয়ে পড়া-লেখা করা, অবৈধ মুসলিম যুবকদের 'কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ' বা কাগজের বিয়েসহ আরো অনেক কিছুই বিভিন্ন অজুহাতে হালাল করা হচ্ছে। যা আমাদের জন্য রীতিমত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণও বটে। যখন কোন বিষয়ে 'মাক্বাসিদ' (মূল উদ্দেশ্য) দিয়ে একদম ঢালাওভাবে ফতোয়া দেওয়া হয়, তখন মানুষ শরীয়তের বিভিন্ন কানূনের ব্যাপারে সন্দেহে নিপতিত হয় । এক্ষেত্রে নীতি হলো, যেকোন মাসআলাহ সাধারণ বা বিশেষ (আ'ম বা খাস) পর্যায়ের হয়ে থাকে। সবকিছু একাকার করে ফেলা ঠিক নয়, কেননা 'অবস্থার পরিবর্তনে মাসআলাহও পরিবর্তন হতে পারে' এটিই শরীয়তের সর্বগ্রাহ্য নীতি।

তাছাড়া সবাই জানেন, বক্তব্য বা 'বতন' অনুযায়ী ফতোয়া হয়। যারা কোন সাধারণ বিষয়কে অসাধারণের মধ্যে ঢুকিয়ে একাকার করে ফেলেন, তারাই মূলত সমস্যার সৃষ্টি করেন। যেমন: একজন পর নারীর দেহে পুরুষ ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো সাধারণত শরীয়তে হারাম। কিন্তু হাসপাতালে বা সার্জারিতে এ মুহূর্তে কোন মহিলা ডাক্তার ডিউটিতে নেই, এখন এ মহিলা রোগীর অবস্থা ইমার্জেন্সী হয়ে গেছে, ডাক্তার দেখাতেই হবে, ইমার্জেন্সীর কারণে সংশ্লিষ্ট মহিলা রোগীর প্রাণ রক্ষার্থে পুরুষ ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা করতে শরীয়তে সাময়িক অনুমতি রয়েছে। শরীয়ত এখানে মূল নীতি শিথিল করে কেন অনুমতি দিয়েছে? কারণ হলো:
১. কেইসের ইমার্জেন্সী হওয়া, ২. মহিলা ডাক্তারের অনুপস্থিতি, ৩. সংশ্লিষ্ট রোগটি কিংবা ক্ষতস্থান ছাড়া অন্য অঙ্গ না দেখার শর্তে । সূতরাং সবকিছুকে একদম সাধারণ না বানিয়ে কেবল ইমার্জেন্সীর ক্ষেত্রে জায়েয হওয়া যেখানে উচিত ছিল, সেখানে 'মাক্বাসিদ' দিয়ে সবকিছু হালাল করে ফেলা হচ্ছে কিনা, তা ভেবে দেখতে হবে । এ জাতীয় সাধারণ 'উদারতার বিধান' কিন্তু শরীয়তের মকসুদ নয়।

যুক্তি ৩ **الأصل في كل الأشياء الإباحة** অতএব বর্তমান সময়ের প্রয়োজনে বাদ্য হালাল। যেহেতু সকল সৃষ্ট বস্তুই ব্যবহার যোগ্য, তাই বাদ্য ব্যবহার করতে দোষ কোথায়?

জবাব: শরীয়তে মূলত সকল বস্তুই ব্যবহার যোগ্য, এ কথাটির অর্থ হলো, 'এমন কোন জিনিস বা বস্তু যার হারাম হওয়ার ব্যাপারে পরিষ্কার কোন দলীল নেই, তার ব্যবহার বৈধ'। কিন্তু বাদ্যের ক্ষত্রে যেখানে হারাম হবার দলীল রয়েছে, সেখানে তা কি করে হালাল হতে পারে? আমরা তো উপরোক্ত এ নীতির বিরোধী নই, বরং এ নীতির ভিত্তিতেই আমরা দলীল পেশ করেছি যে, এটি হারাম। কেননা স্বয়ং রাসূল স. কতিপয় হাদীসে বাদ্যের ব্যাপারে **হারাম** শব্দ উল্লেখ করেছেন। বর্তমান সময়ে এত প্রয়োজন দেখা দিল কেন যে, বাদ্য দিয়ে গান গাইতেই হবে, নতুবা ইসলামের বিশাল ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। যে ক্ষতি ঠেকানোর জন্য বাদ্য ব্যবহারই তার একমাত্র সমাধান। অথচ বর্তমান আধুনিক বিশ্বের আলেমদের কথা বাদ দিলেও সূরা লুক্মানের ৬ ও সূরা ইসরার ৬৪ নং আয়াত ও বিশ্বনবী স.-র অনেকগুলো হাদীস, তারপর সাহাবীদের উক্তিগুলো কি **বাজনা হারাম** হওয়ার জন্য দলীল হিসেবে যথেষ্ট নয়? তাছাড়া ইমামগণের মতামত তো রয়েছেই, যা আমরা পরে উল্লেখ করছি।

যুক্তি ৪: তারা লিখেছেন, সূরা লুক্মানের ৬ নং আয়াতে আল্লাহ বাজনা হারাম করেন নি, বরং কিছু লোক ভুল বুঝেছেন। সাহাবীদেরকে তারা সাধারণ কিছু লোক মনে করেন এবং তাঁরা ভুল বুঝেছেন বলে দাবীও করছেন।

জবাব: সূরা লুক্মানের আয়াতের শানে নুযুল থেকে প্রবন্ধের ৫-৬ পৃষ্টায় যে ৩টি পয়েন্ট বের করা হয়েছে, ১. গায়িকা কেনা-বেচার ব্যবসা, ২. তাদের গান শুনায়ে ব্যবসা করা বা প্রশিক্ষণ দান ও ৩. গায়ক-গায়িকাদের মজলিসে শরীকের আহ্বান। এগুলো যদি হারাম না হয়, তাহলে আধুনিক দুনিয়ার বিভিন্ন সংস্থা ও সরকারী তত্বাবধানে যেভাবে গায়কদের আমদানী-রফতানী ও ভাড়া করে গান-বাজনার ওপেন আয়োজন, পালা গানের আসর, কনসার্ট, রেস্টুরেন্টে বা হলে নারী-পুরুষের সম্মিলিত বাদ্যসহ গান গেয়ে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন ইত্যাদিকে হালাল বলে ফতোয়া দেওয়া হয়ে যায়না? গায়ক-গায়িকা বেঁচা-কেনা কিংবা ভাড়া করা সহ নবী স.-র হাদীসে যেগুলোর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা মানুষের সামনে রকমারি আবরণে নায়ক-নায়িকাদের সাজিয়ে আজকের দুনিয়া এসব নোংরামী উপস্থাপন করছে।

যুক্তি ৫. তারা আরো লিখেছেন, বাদ্যসহ কাওয়ালি গাওয়া ও দফ হালাল, যেহেতু বিভিন্ন হাদীসে ব্যাপকহারে না হলেও দফের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় ।

জবাব: 'দফ' কাকে বলে? দফ -এর এক পাশ খোলা। বাজালে ঢ্যাব ঢ্যাব আওয়াজ হয়। অনেকটা প্লাস্টিকের গামলার আওয়াজের মত। আসলে 'দফ' বাদ্যযন্ত্রের পর্যায়ে পড়ে না। আওনুল বারী গ্রন্থে দফ-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এর আওয়াজ স্পষ্ট ও চিকন নয় এবং সুরেলা ও আনন্দদায়কও নয়। দফ-এর আওয়াজ যদি চিকন ও আকর্ষণীয় হয় তখন তা আর দফ থাকবে না; তখন তা বাদ্যযন্ত্রে পরিণত হবে। (আওনুল বারী ২/৩৫৭)। আর দফ-এর মধ্যে যখন বাদ্যযন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এসে যাবে তখন তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম অথবা নাজায়েয বলে পরিগণিত হবে। (মিরকাত ৬/২১০)।

[আজকাল দফের পরিবর্তে মডার্ন টেকনলজির মাধ্যমে গানের সূরের মূর্ছনার সাথে কৃত্রিম সূর সংযোগ করে গায়কের আওয়াজকে আরো আকর্ষনীয় ও সুন্দর করে পেশ করছে। এটি দু'ভাবেই করা যায়, যেমন: ১. কেহ নিজেই (Irritate) কণ্ঠ নকল করে কয়েকজনের সুরে গান/তিলাওয়াত করতে পারে, ২. মেশিন বা ভোকাল ব্যবহার করে বাজনা দেওয়া।

বাদ্যসহ কাওয়ালীর আসর: আধুনিক কিছু সুফী বলে থাকে, বাদ্যসহ যিকর করা ও কাওয়ালি গাওয়া জায়েয। দলীল হিসেবে তারা সহীহ বুখারী ও মুসলিম এ বর্ণিত দুটি বালিকার দফ বাজিয়ে কবিতা গাওয়ার হাদীসটি উপস্থাপন করে। অথচ গান-বাদ্য যে নাজায়েয এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য হাদীসের রাবী আয়েশা রা. বলছেন, উক্ত বালিকাদ্বয় কোনো গায়িকা ছিলনা। তারা কবিতা ছাড়া কোন গান গায়নি। (ফাতহুল বারী ২/৪৪২)। ইমাম কুরতুবী বলেন, বর্তমানে একশ্রেণীর সুফীরা যে ধরণের গান ও বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ঘটিয়েছে তা **সম্পূর্ণ হারাম।** (তাফসীরে কুরতুবী ১৪/৫৪)। বিখ্যাত আরব সাধক জুনাইদ বাগদাদী রাহ. তার যুগে কাওয়ালি শোনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'বর্তমানে কাওয়ালি শোনার শর্তগুলো পালন করা হয় না। তাই আমি তওবা করেছি, আর গাবনা'(আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৩৯২)।

যুক্তি: ৬. তারা প্রবন্ধে দাবী করেছেন, বাজনা ব্যবহার করে গান না গাওয়ার কারণে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে দ্বিধা বিভক্ত হতে চলেছেন।

জবাব: আন্দোলনের কর্মীরা দ্বিধা বিভক্ত হতে চলেছেন বলে অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে। অথচ মরহুম মতিউর রহমান মল্লিক ভাই সমগ্র জীবন বাজনা ছাড়াই গান করেছেন। গানের জগতে যত তথ্য-উপাত্ত তিনি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমানত রেখে গেছেন, তা সবই বাদ্য যন্ত্র ছাড়া। তাঁর জীবনে তিনি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন নি। বাদ্যযন্ত্র ছাড়া তিনি যেভাবে গান গেয়ে দুনিয়াকে মাতিয়ে রেখেছিলেন, এখন হুবহু সেভাবে গান গেয়ে মাতিয়ে রাখতে সমস্যা কোথায়? অথচ আমাদের জানা মতে তিনি একজন আল্লাহ ওয়ালা নেক মানুষ ছিলেন, যা কেউই অস্বীকার করতে পারবেনা। তিনি তো ৮০'এর দশক থেকে মৃত্যু অবধি ইসলামী গানের উস্তাদ এবং পথিকৃত ছিলেন। এমনকি যারা এখন বাজনার জন্য দলীল তালাশে ব্যস্ত, তারাও মল্লিক ভাইয়ের অতি ভক্ত ও ছাত্র, তার জীবদ্দশায় তারা সাহস করতে পারেন নি। অথচ তিনি আজ বেঁচে নেই দেখে অনেকেই লিবরেলিজমের সাথে আপোস করতে উদ্যত হয়ে উঠেছেন। এতদিন খালি গলায় যে গানগুলো গেয়ে একটি ধারা তৈরী করা সম্ভব হলো, মানসিক প্রশান্তি পাওয়া গেল এবং দেশের একটি বৃহৎ জনগুষ্ঠি মনে-প্রাণে তা গ্রহনও করল। এখন কেন হারাম মিউজিককে এর সাথে যুক্ত করে হালাল করতে এত ব্যস্ততা? যুগে যুগে বিভাজন তৈরীর ধারাবাহিক অপচেষ্টার মত এটাও একটা ষড়যন্ত্র কিনা তা ইসলাম পন্থীদের গভীরভাবে ভেবে দেখার দরকার। কোন হিংসা-বিদ্বেষ নয় বরং দ্বীনের শত্রুরা এভাবেই গোপন এজেন্ডা দিয়ে ভেতরে লাগায়।

যুক্তি: ৭. তারা আরো লিখেছেন, মিউজিক দিয়ে ইসলামী সঙ্গীত শুনিয়ে হেদায়েতের পথে সঙ্গীত প্রেমীদের সহজে অধিক আকৃষ্ট করা যাবে।

জবাব: মানুষ হেদায়েতের পথে আসে তখন, যখন সে কুরআনের সান্যিধ্যে আসে, আল্লাহ তখন তার মনটা হেদায়েতের জন্য প্রশস্ত করে দেন, তার হৃদয়ে কুরআন

আরো গভীরভাবে প্রবেশ করে। তার জীবন ধারা, রুচীবোধ, পছন্দ ও অপছন্দের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আসে, তখন তার আর ঝাক-ঝমকপূর্ণ মিউজিক সর্বস্ব গান আর পছন্দ হয়না, তখন বরং মিউজিক বিহীন দ্বীন ও জীবন বোধের আবেগময় গানগুলো ভাল লাগতে শুরু করে। সূতরাং মিউজিক দিয়ে ইসলামী সঙ্গীত শুনিয়ে হেদায়েতের পথে মানুষ সহজে আসবে যারা বলেন, তারা কৌশলে ইসলামের নামে মিউজিকের মাধ্যমে হারামের দিকেই দাওয়াত দিচ্ছেন। যে ব্যাপারে পৃথিবীর বিজ্ঞ অধিকাংশ আলেমের হারাম হবার ফতোয়া রয়েছে, সেটাকে এড়িয়ে গিয়ে কতিপয় মানুষের যুক্তিকে সম্বল করে মিউজিক বাজিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করতে হবে, এ যুক্তি যুক্তি নয়, বরং এটি শয়তানের ধোকা। তারাই আবার বাদ্যকে হালাল করার জন্য নিম্ন বর্ণিত যুক্তি পেশ করছেন, যার বাস্তবায়ন তারা কিভাবে করবেন, তা তারা লিখেন নি, যা আসলেই অসম্ভব এবং অবাস্তব, যেমন তারা বলছেন:

তাঁদের যুক্তিগুলো নিম্নরূপ:

১- গানের কথা অবশ্যই ভালো হতে হবে।

২- গায়ক আদর্শ মানসিকতার অধিকারী হতে হবে।

৩- বাদ্য ব্যবহার করা হলে একটি মার্জিত ভাব বজায় থাকতে হবে।

৪- বাদ্যের ব্যবহার এমন হবে না, যাতে গানের কথা ভালভাবে বুঝা যায় না।

৫- গানের প্রাণ হল তার কথা, ইসলামী গানে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া হয় কথাকেই।

৬- যে গান গাইবে এবং শুনবে উভয়কেই এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে তারা যেন শরীয়াতের অবশ্য কর্তব্য কাজগুলো করতে ভুলে না যান। যেমনঃ নামায।

৭- সারাদিন গান শুনতে থাকা গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বদা বিনোদন/Relax করা ঠিক নয়।

৮- আগেই বলা হয়েছে যে, গান হবে কেবল অবসর সময়ের সুস্থ বিনোদন, ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হলো যে, গায়করা যখন বাদ্য সহ গান করবে, তখন তারা কি এ পরামর্শগুলো বাস্তবায়নের প্রতি মনোযোগী থাকবে? নাকি এ শর্তগুলো স্টেজে বড় বড় অক্ষরে লিখা থাকবে এবং আজীবন তা এভাবে বিশাল অক্ষরে ব্যানারে লিখে সর্বদা গানের মজলিশ করা হবে? একান্ত তাকওয়ার কারণে প্রথম এক-দুটি মাহফিলে লিখে রাখলেও পরবর্তীতে আর কেউ লিখে রাখবেনা এবং এত কঠোর

পাহারাদারিও সম্ভব নয়, এমতাবস্থায় কিছুদিন পর পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ক্রমান্বয়ে এ হারাম মিউজিক পূর্ণ হালাল হয়ে যাবে।

যুক্তি: ৮: বাদ্যযন্ত্রের পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন এমন কতিপয় ইমাম, স্কলার ও কিছু কিতাবের নামও সেখানে রয়েছে ।

জবাব: প্রবন্ধের শেষদিকে বাদ্যযন্ত্রের ফতোয়ার পক্ষে যে কয়েকজনের নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে তাঁরা নিজেদের বলয়ে পরিচিত হলেও মুসলিম বিশ্বের কোন মাঝহাবের প্রতিনিধিত্ব করেননা। তাছাড়া যেকোন বিষয়ে আজকাল ফতোয়ার অভাব হয়না। ইন্টারনেটে গেলেই এমন অসংখ্য ফতোয়া পাওয়া সহজ, যা অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য নয় বলে মানুষ তাঁদের কথা আমলে আনেনা বা তাঁদের মতের অনুসরনও করেনা। দ্বীনদার মানুষ এখনো ডিজিটাল ফতোয়ার উপর আমল করতে ভয় পায় বলে আলেমদের জিজ্ঞেস করে কনফার্ম হয়। সুতরাং এগুলো বড়জোর তাঁদের ব্যক্তিগত মত হতে পারে, যা কোন মুসলমানের উপর মানা জরুরী নয় ।

এভাবে ব্যক্তিগত ইজতিহাদের ভিত্তিতে ইবনে মাসউদ রা.-এর মত প্রসিদ্ধ সাহাবী ‘মুয়াওঅযাতাইন’ (ফালাক্ব ও নাস সূরাদ্বয়) কে তার জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত কুরআনের অংশ বলে বিশ্বাস করতেন না। আজ আমরা কেহ তাঁর অনুসরণে এ কথা বললে ঈমান থাকবে? এজন্য ইজতিহাদী কোন বিষয়ে মুজতাহিদের ব্যক্তিগত কোন রায় থাকলে এটি তাঁর জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে, সাধারণের জন্য তা প্রযোজ্য নয়।

একনজরে শরীয়তে গান, নাশীদ ও বাদ্যযন্ত্রের হুকুম

মুষ্টিমেয় কিছু আলেম দফ ও অন্যান্য বাজনা সহ গান ও নাশীদকে ফতোয়ার জোরে হালাল করে ফেলছেন। তাদের সংখ্যা কম হলেও এটি পৃথিবী জোড়া একটি ফিতনার কারণ হতে চলেছে। এভাবে শরীয়তের অনেক বিষয়ে ফিতনাহ রয়েছে। আমার এ ক্ষুদ্র হাতের একটি প্রবন্ধ বাজনার এ ফিতনাহ একদম বন্ধ করে ফেলবে তা আমি দাবী করিনা। তবে নিরাশ না হয়ে আল্লাহর বান্দাহদের বুঝাতে থাকতে হবে। পৃথিবীর অধিকাংশ আলেম বাজনা সহ গান, বাজনা ছাড়া খালি গলায় গান বা নাশিদ গাওয়া,

কাওয়ায়ালী গাওয়া, কবিতা, নাটিকার ব্যাপারে যেসব মতামত উল্লেখ করেছেন, তার বিশ্লেষনের সার সংক্ষেপ এখানে উল্লেখ্য:

১. একক বা যৌথ পুরুষ কণ্ঠে বাদ্যযন্ত্র সহ গান: ইসলামী শরীয়তে বাদ্যযন্ত্র সহ গান, নাশীদ, কাওয়ালী ইত্যাদি গাওয়া হারাম। আরবরা গায়ক-গায়িকাদের আমদানী করে ঐ সময়ে রাসূল স. এর দাওয়াতী কাজে বাধা দিয়েছিল। বর্তমান আধুনিক দুনিয়ায় যে গান বাদ্যসহ সরকার বা বেসরকারীভাবে সর্বত্র প্রচলিত রয়েছে।

২. একক বা যৌথ পুরুষ কণ্ঠে বাদ্যযন্ত্র ছাড়া খালি গলায় গান: কোন ধরণের বাজনা ছাড়া গান বা নাশিদ যদি আল্লাহর স্মরণ, নবীর প্রশংসা ও দ্বীনের জন্য হয়, তাহলে প্রাচীন এবং বর্তমান সকল যুগের আলেমের দৃষ্টিতে তা জায়েয বা অনুমতিপ্রাপ্ত, যতক্ষন তাতে কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যহৃত হবেনা।

৩. পুরুষ-মহিলা মিশ্রিত গান: এ জাতীয় গান যতই উন্নত মানের হোকনা কেন, এমনকি আল্লাহ ও রাসুলের প্রেমে আসক্ত হয়ে গাওয়া হলেও যখনই তা পুরুষ-মহিলা মিশ্রিত কণ্ঠের গান হবে, তা হারামে পরিণত হবে। এতে বাজনা যোগ হলে তা গাওয়া এবং শুনা উভয়ই **হারাম** হয়ে যাবে।

৪. বাদ্য ছাড়া মেয়েদের কণ্ঠের গান: বাদ্য ছাড়া মেয়েদের কণ্ঠের গান মেয়েদের শুনা জায়েয, যতক্ষণ তা মেয়েরাই শুনবে কিংবা মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তা যদি অপ্রাপ্ত ছোট ছোট মেয়েদের মধ্যে হয়ে থাকে। পরিণত বয়সের হলে জায়েয হবেনা।

৫. বাদ্য সহ মেয়েদের কণ্ঠের গান: কিন্তু যখনই মেয়েদের সাথে পুরুষ কণ্ঠ অথবা পুরুষের শুনার ব্যবস্থা থাকবে, তা বাদ্যসহ হোক অথবা বাদ্য ছাড়াই হোক, মহিলাদের কণ্ঠ পরপুরুষের জন্য শ্রবণ অবৈধ হওয়ার কারণে তা হারামে পর্যবসিত হবে।

৬. কাওয়ালী, জারীগান, পালাগান বা যৌথ কণ্ঠের গান: একক বা যৌথ কণ্ঠে কাওয়ালী, জারীগান, পালাগান বা যৌথ কণ্ঠের গান আল্লাহর স্মরণে বা নবীর প্রেমে বাদ্য ছাড়া হলে তা জায়েয, বাদ্য সহ হলে অবশ্যই নাজায়েয। তাছাড়া ঐ মেয়েগুলো যখন সাবালিকা বয়সে উপনীত হবে, তখন ছোট্ট বেলার ঐ গানের ছেলে সাথীদের সাথে সম্পর্কটা কেমন যেতে পারে তা সকল বুদ্ধিমানের জন্য সহজেই অনুমেয়।

৭. কালিমা, হামদ, না'ত, দুরূদ, গান: আল্লাহ কুরআনে সর্বাধিক হারে যিকর-আযকার করতে বিভিন্ন কালিমা কিংবা তাসবীহ দিয়েছেন, যা পড়লে সওয়াব পাওয়ার কথা। কিন্তু যখনই কোন কালিমা, হামদ, না'ত, দুরূদকে গানের সূরে গেয়ে গেয়ে পড়া হবে, তখন তা নাশীদ বা গানের নামে হোকনা কেন, গানের মত শুনাবে (যিকরের মত আল্লাহর স্মরণ হচ্ছে বলে মনে হবেনা) তখনই তা না-জায়েয হবে। তাছাড়া সামষ্ঠিক যিকর বা আয়োজন করে যিকর-দুয়ার অনুষ্ঠান করা তো ইসলামে এমনিতেই সিদ্ধ নয়, যিকর করতে হয় সম্পূর্ণ একাকী পরিবেশে আল্লাহর সান্যিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে ।

৮. ভাব মূলক, দেশাত্ব বোধক, প্রেম নিবেদন মূলক: বাদ্য ছাড়া একক বা যৌথ কণ্ঠে বিনোদনমূলক, ভাব মূলক, দেশাত্ববোধক গান বা নাশীদ গাওয়া জায়েয, তবে ছেলে-মেয়ের মধ্যে প্রেমের আবেদন মূলক হলে তা সর্বসম্মতি ক্রমে নাজায়েয। আর বাদ্যসহ হলে তা অবশ্যই হারাম এবং নিষিদ্ধ।

৯. কচি-কাচাদের গান বা নাশীদ: ছেলে হোক কিংবা মেয়ে কচি-কাচাদের পূর্ণ বা সাবালক বয়সে পৌঁছা পর্যন্ত তাদের গান সম্পূর্ণভাবেই জায়েয, যতক্ষন তা বাদ্য ছাড়া এবং নাচ বিহীন হবে। দফ সহ হলেও তা জায়েয। যা কোন কোন কালচারে বিয়ে বাড়ীতে হয়ে থাকে, তবে তা অবশ্যই মেয়েদের আপত্তিকর দেহভঙ্গি বিহীন হতে হবে। আবার পরিণত বয়স হয়ে গেলে ছেলে-মেয়েদের মিশ্রিত গান তখন আর জায়েযের পর্যায়ে থাকবেনা ।

১০. কবিতা: একক বা যৌথ কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করা শুধু জায়েযই নয় বরং তা কোন কোন পর্যায়ে সুন্নত। যা যুদ্ধের ময়দানে সেনাদের চেতনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে আবৃত্তি করার প্রমাণ ছহীহ হাদীসে রয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে, এ সব কবিতায় আল্লাহর প্রশংসা, নবীপ্রেম কিংবা নবীর প্রতি না'তের মাধ্যমে দুরূদ প্রেরণ ইত্যাদি হতে হবে এবং কোনভাবেই শির্কের কোন গন্ধ থাকবেনা ।

মোদ্দা কথা: মোদ্দা কথা হলো, বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে গাওয়া যে কোন গান বা নাশীদ অধিকাংশের দৃষ্টিতেই হারাম। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে আন্দোলনের ময়দানে ইসলামের নামে যেসব গান বা নাশীদ, যৌথ কিংবা একক পুরুষ কণ্ঠে গাওয়া হয়ে থাকে, তা

সবার দৃষ্টিতে **পরিপূর্ণভাবেই জায়েয।** কিন্তু তা বাদ্যযন্ত্রসহ হলে কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা-র আলোকে **হারাম** হবে, বক্ষমান প্রবন্ধে এ কথাই তোলে ধরা হয়েছে।

নাটক, ড্রামা, কৌতুক, কোরাস ইত্যাদির ব্যবহার

ইসলামে হালকা বা আবেগঘন পরিবেশ অনেক সময় পছন্দনীয়, তবে তা হতে হবে যেমনি উপভোগ্য, তেমনি শরীয়ত নির্ধারিত কিছু নীতির ভিত্তিতে। একই পরিবেশে মানুষ অনেকক্ষণ থাকতে পারেনা, এজন্য সাময়িক হালাল বিনোদনের জন্য নাটক, কৌতুক, কবিতা, কোরাস জাতীয় প্রোগ্রাম আয়োজন করা যেতে পারে। যাতে করে মানুষ দৈনন্দিন ব্যস্ততার জগত থেকে বের হয়ে মনের খোরাক পায়, চিন্তার মনন আরো ধারালো করতে ও জীবনে রুচীর পরিবর্তন ঘঠাতে পারে। মনে রাখতে হবে, অন্যদের দ্বারা পরিচালিত কিছু হাজারও সুন্দর এবং গ্রহযোগ্য হলেও নিজেরা করার আগে অনুমতি নিতে ভুল করলে বড় ধরণের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে। তবে এমন কিছু করতে চাইলে শরীয়তের নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসরন করতে হবে।

১. কাল্পনিক চরিত্রে হলে তা জায়েয, কিন্তু কোন ব্যক্তিচরিত্রের উপর মিথ্যা গল্প তৈরী সংক্রান্ত হলে কিংবা কোন ধরণের মুনকার/হারামের প্রতি আকর্ষণ হলে তা হারাম

২. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাউকে হেয় কিংবা অসম্মান করার উদ্দেশ্যে অভিনয় জাতীয় কিছু হলেও তা বানিয়ে প্রদর্শন করা যাবেনা।

৩. মেয়েলী চরিত্রের উপর কিছু বানিয়ে পুরুষদের সামনে অথবা পুরুষদের জন্য মেয়েদের সামনে পেশ করা নিষিদ্ধ, এমনকি মেয়েলী কণ্ঠের হলেও।

৪. স্পর্শকাতর কিছু বলে কোন ব্যক্তি কিংবা জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করা যাবেনা।

৫. নাটকের মধ্যে কৃত্রিম পিতা-পুত্রের 'রোল প্লে' করা জায়েয হবেনা, (সাময়িকভাবে হলেও পিতা বলে সম্বোধন) তবে দাদা কিংবা অন্যদের ভূমিকা নিষিদ্ধ নয়।

৬. উপস্থিতিকে ইচ্ছা করে 'হাসানো'-র নিয়তে গান বা কৌতুক করা জায়েয নেই, তবে গায়কদের উপস্থাপনার বিভিন্ন ভঙ্গিতে উপস্থিতি নিজে হাসলে মানা নেই।

৭. কোন চরিত্রেই মিথ্যা, শির্ক, বিদাআতি চরিত্রকে অবলম্বন করে সাময়িক আনন্দদান করা যাবেনা, কেননা ঈমান বিরোধী কোন কাজ তো ইসলামী হতে পারেনা।

৮. কুরআনের কোন আয়াত, হাদীসের কোন শব্দ অথবা 'মাফহুম' অর্থাৎ ভাষ্যকে নিয়ে

ব্যঙ্গ করা যাবেনা, তা আল-কুরআনের দৃষ্টিতে হারাম।

৯. কোন হল বা স্থানে উপস্থিতির মধ্যে মহিলা পুরুষ থাকলে মধ্যখানে হিজাবের ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরী, নতুবা শয়তান ওখান থেকেই সম্পর্ক জোড়ে দিতে পারে।

১০. ইসলামে মানুষের ব্যক্তিত্বকে ছোট বা ব্যাঙ্গাত্বক করা নিষেধ, তাই একজনকে দিয়ে বারবার একই চরিত্রে অভিনয় করিয়ে তাকে ঐ চরিত্রের ব্র্যান্ডিং করা যাবেনা।

১১. কাউকে উপনামে ডেকে কিংবা ব্যঙ্গ করে কোন উপস্থাপনা শরীয়তে সিদ্ধ হবেনা।

১২. কারো গীবত কিংবা পরোক্ষ পরনিন্দার উপমা হয় এমনটিও গ্রহনযোগ্য নয়,

১৩. এক শিল্পীগুষ্ঠী আরেক গুষ্ঠীর বিরুদ্ধে অনিচ্ছাসত্বেও চড়াও হতে পারে এমন কিছুও করা যাবেনা, নতুবা ঐক্যের চেয়ে নিজেদের সম্প্রীতি বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকবে,

১৪. আল্লাহর অধিকারের কিছু নিয়ে যেমন: মহিলাদের বন্ধ্যাত্ব, ইবাদত, কবরের আযাব, পরকাল, হাশর-নশর জাতীয় বিষয়ে কৃত্রিম কিছু বানিয়ে ড্রামা করা যাবেনা।

ফিল্ম এবং সিরিয়াল

ফিল্ম এবং সিরিয়াল যারা তৈরী করেন কিংবা দেখেন, তারা তাদের হায়াত থেকে আল্লাহর বরাদ্ধ করা মূল্যবান সময় নষ্ট করেন, যে সময়টি আল্লাহ তাদেরকে ইবাদতে লাগানোর জন্য দিয়েছিলেন। তিনি পরকালে জিজ্ঞেস করবেন **... وفي حياته فيما أفناه** 'যে হায়াত তোমাকে দিয়েছিলাম, সেটি তুমি কি কাজে লাগিয়েছ? জবাব দাও'। আদম সন্তানকে যে ৫টি প্রশ্ন ক্বিয়ামতে করা হবে এটি তার অন্যতম। তাছাড়া আধিপত্যবাদী হিন্দুদের অপসংস্কৃতির সয়লাবের অংশ হিসেবে যে সব 'ফিল্ম ও সিরিয়াল'-এর সাহায্যে পরিকল্পিতভাবে গোটা মুসলিম জাতির যুব-চরিত্র নষ্ট করা হচ্ছে, এটাও নিকটতম প্রতিবেশী এবং আন্তর্জাতিক বন্ধুদের ইসলাম বিনষ্ট করার স্থায়ী ষড়যন্ত্রের অংশ। রাজনৈনিক দাসত্ব ও সাংস্কৃতিক গোলামীর শৃংখল থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত এ মুসিবত থেকে মুসলিম জাতির রেহাই পাওয়ার আমরা কোন সহজ পথ দেখছিনা।

কেহ যদি দ্বীনি কোন গানের সিরিয়াল বা ফিল্ম করে থাকে, তাহলে 'সাদাক্বায়ে জারিয়ার' ছওয়াব পরকালে পাওয়ার কথা। কিন্তু যদি খারাপ কিছু বানিয়ে কেহ রেখে যায়, যার ফলে একদিকে চরিত্র নষ্ট ও অপরদিকে পাপের গুনাটি এমন হবে, যা কেহ স্থায়ীভাবে রেকর্ড করে ফিল্মের মধ্যে আটকে রেখে যাচ্ছে এবং হাজারো-লক্ষ মানুষ দেখে দেখে

জীবনভর উপভোগ করবে এবং তার আমলনামায় ‘গুনাহে জারিয়া’ হিসেবে কিরামান কাতিবীনগণ লিখতে থাকবেন। ক্বিয়ামতে সে বোঝা তাদেরকেই বইতে হবে।

ইবাদতের শব্দ দিয়ে গান

আল্লাহকে ‘ইবাদাহ’ করা হয়, এমন কোন শব্দ সংযোগে গান করা শরীয়তে বৈধ নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ 'আর আল্লাহর আয়াতগুলোকে তামাশার বিষয়ে পরিণত করো না। বরং আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের উপর রয়েছে’ (বাক্বারা: ২৩১)। কেননা ইবাদাহর মূল লক্ষ্য হলো মানুষের হৃদয়কে স্রষ্টার সাথে জোড়ে দেয়া। আল্লাহর সাথে বান্দাহ তাঁর নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্ক মজবুত করার মানসে নির্জনে ইবাদতের উদ্দেশ্যে যিকর-তিলাওয়াত করবে, তাসবীহ-তাহলীল করবে, এটাই শরীয়তের দাবী। আর যখন গান গাবে তখন মানুষের সামনেই গাইতে হয়, একাকি গেয়ে সে উদ্দেশ্য হাসিল হয়না। ইবাদতের উদ্দেশ্য আল্লাহর সান্যিধ্য, আর গানের উদ্দেশ্য মানুষের মন জয় করা। যেমন কেহ কেহ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘রহমানু ইয়া রহমান’ ইত্যাদি দিয়ে গান গেয়ে থাকেন, যা অবশ্যই আপত্তিকর। আবার ইবাদতের শব্দ ছাড়া কেহ কেহ ‘হাসবী রাব্বি’ এবং ‘তালাআল বাদরু আলাইনা’ দিয়েও গান করেছেন; যা ইবাদতের ভাষা নয়, এজন্য এগুলো ততটা আপত্তিকর হবেনা, যতক্ষণ তা বাদ্য ছাড়া থাকবে।

[আজকাল কিছু লোক ‘কুরআন তিলাওয়াত’ প্রতিযোগীতার ময়দানে ভাল তিলাওয়াতের প্রতিযোগীতার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই ‘রিয়া কিংবা প্রদর্শনীর’ প্রতিযোগীতা করছেন মনে হচ্ছে। যা শরীয়তে ইবাদতের স্পিরিট ও আধ্যাত্বিকতার খেলাফ হচ্ছে বলে অনেকে মনে করছেন। সুন্দর ও ভাল তিলাওয়াত দিয়ে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের মজা দিল দিয়ে অনুভব করতে পারার বিষয়টি দিন দিন গৌণ হতে চলেছে। সুখ্যাতি, পয়সা ও সস্তা জনপ্রিয়তা হাসীলের প্রতিযোগীতা প্রাধান্য পাচ্ছে কিনা? পরকালের স্বার্থে উস্তাদ-ছাত্র উভয়ের নিয়ত প্রদর্শনী বা রিয়ামুক্ত হওয়া জরুরী; সংশ্লিষ্টদের ভেবে দেখতে আবেদন রাখছি। সমান ঘঠনার অবতারণা বাংলাদেশের ওয়াইজীনদের ময়দানেও হচ্ছে কিনা। মে’রাজের সফরে নবী স. কে এ জাতীয় লোকের কাঁচি দিয়ে জিহ্বা কেটে

শাস্তির চিত্র তাঁকে দেখানো হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, **وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ** 'আর আমার আয়াতগুলোকে অতি স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে দিও না। বরং আমার (আযাব) থেকে বাঁচ' (বাক্বারা: ৪১)। আল্লাহ তো নিয়তের ভিত্তিতেই ক্বিয়ামতের দিন সবার কর্ম তৎপরতার বিচার করবেন।]

শির্ক ও বিদআহ মিশ্রিত গান

যেসব গানের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ কিংবা নবী প্রেম থাকবে, সেখানে কোন অবস্থায় শির্ক-বিদআহ করা থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে, যেমন: আল্লাহর নাম, কিংবা গুণবাচক নামের উদাহরণ টেনে অথবা অন্য কোন মূর্তি কিংবা পূজনীয় কিছুর সাথে সামঞ্জস্য দিয়ে কোন গান করা বা উপমা পেশ করা শির্ক সমতুল্য পাপ। শির্ক মিশ্রিত কোন আমল ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ বলেন, **وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا** 'এবং তারা যেন রব্বের এবাদতে কাউকে শরীক না করে' (কাহফ: ১১০)। অপর আয়াতে আল্লাহ তায়া'লা বলেন, **لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ**

'যদি আপনি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার সকল কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন' (যুমার: ৬৫)। আল্লাহ ধমক দিয়ে বলেছেন,

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ 'নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম' (মায়েদা: ৭২)। এমনিভাবে আমাদের নবী স. সহ যেকোন নবী-রাসূলের সম্মান ক্ষুন্ন হয় অথবা অতিভক্তি প্রকাশ পায় এমন কিছু দিয়ে গান করা নিষিদ্ধ। গান বা না'তের মধ্যে তাঁকে ইয়া সাইয়িদী, ইয়া নবী কামলিওয়ালা, হে নবী, হে রাসূল! জাতীয় শব্দ দিয়ে সম্বোধনও করা যাবেনা। কেননা গানের উদ্দেশ্য আল্লাহর প্রশংসা, নবী স.-র প্রতি প্রেম-ভালবাসা এবং তাঁর জীবনধারার উপর শিক্ষা গ্রহণ হতে হবে। তাও আবার অবশ্য নবীকে সরাসরি সম্বোধন করে নয়, নতুবা বিদআহ হবে। আর বিদআহ এমন এক জটিল আমল, মানুষ যা করতে অতি ছওয়াব ও উৎসাহ বোধ করে। অথচ রাসূল স. বলেছেন, **من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردٌّ** 'যে ব্যক্তি আমার এ দ্বিনের মধ্যে নতুন কিছুকে বানিয়ে সংযোজন করলো, যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা

হবে পরিত্যাজ্য' (বুখারী ও মুসলিম)। অতএব শির্ক বা বিদআহ হয় এমন কোন গান, কাওয়ালী কিংবা না'ত গাওয়ার আগে তা স্থানীয় মুহাক্কিক্ব কোন আলেমকে দেখিয়ে নেওয়াই ভাল। 'নিজেই ভাল বুঝি' কথাটি সকল ক্ষেত্রে সঠিক নয়, অনেক ক্ষেত্রে আমার বুঝের চেয়ে অন্যদের বুঝ অনেক বিশুদ্ধ এবং উন্নত। এ জন্য সময় সময় নিজের বুঝের আদান-প্রদান করা চাই। তাহলে নিজের বুঝ একদিকে যেমন প্রশস্থ হবে অপরদিকে আলেমদের কাছ থেকে সুহ্বত ও নছীহত নেওয়াও একটি ভাল কাজ।

'বাদ্য' জায়েয করার শরয়ী ভিত্তি না থাকার কারণগুলো নিম্নরূপ

১. প্রয়োজন: শরীয়ত যত 'জরুরী প্রয়োজনে' কোন হারামকে জায়েয হবার অনুমতি দেয়, তা বাদ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেহেতু এটি কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নয়, শরীয়তে প্রয়োজন ছাড়া হারামকে জায়েয করা নিষিদ্ধ।

২. দাওয়াতের প্রসার: বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে গান গেয়ে ইসলামের দাওয়াত প্রসারিত করার প্রচলন তিন সোনালী যুগে মিলেনা, যা পাওয়া যায় তা খালি গলায় গাওয়া গান, সঙ্গীত বা গজল। এমনকি বিয়ে বাড়ীর গানগুলোও অতীতে বাজনা বিহীন ছিল এবং কেবল মেয়েলি কণ্ঠে তা মেয়েদের পরিবেশেই সর্বদা গাওয়া হত।

৩. যিকরের গান: বাদ্যযন্ত্রের গানে আল্লাহর যিকর, নবীর প্রশংসা মিলিয়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা জায়েয নেই। এ যাবত মরহুম মতিউর রহমান মল্লিক ও মরহুম আবুল কাশেম ভাই সহ যারাই খালি কণ্ঠে গান গেয়ে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, তারা বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই খালি গলায় একক অথবা যৌথ গান করে ময়দানের খোরাক যোগাতে পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ। তারা এজন্য আল্লাহর কাছে বিশাল আজর পাবেন ইনশা আল্লাহ। সুতরাং বাজনা সহ গান করলে এ সৌন্দর্য আর থাকবেনা।

৪. শুরু হয়ে গেলে বন্ধ করবে কে? বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার একবার এ ময়দানে শুরু হয়ে গেলে তা কোনটি জায়েয এবং কোনটি নাজায়েয তা পরিচয় করার তাকীদ ধীরে ধীরে উঠে যাবে এবং তা একবার প্রচলিত হয়ে গেলে তা বন্ধ করতে কেউ এগিয়ে আসবেনা। এটাই দুনিয়ার রীতি। তাই যে বা যারাই এর আবিস্কার করবে সেই এজন্য দায়ী হবে।

৫. সবাইকে ইসলামে আনতে হবে: যেভাবেই হোক পৃথিবীর গানপ্রিয় সকল মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে যারা বলেন, তাদের এ খোঁড়া যুক্তিটি সূরা আবাসার আলোকে টিকেনা। আল্লাহ আমাদেরকে সকল মানুষের হেদায়েতের দায়িত্ব দেননি। সুতরাং যারা বাদ্যসহ গান না পেলে ইসলাম করবেনা, তাদের ইসলামে আনার দায়িত্ব আমরা নেব কেন? তারা তো দ্বীনের জন্য ইসলামে আসবেনা, আসবে কেবল বাদ্য দিয়ে আমাদের গানগুলোর আধ্যাত্বিক রূহ নষ্ট করতে। এজন্য নবী সা: কে আল্লাহ বলেছেন, "সকল মানুষকে এ পথে নিয়ে আসতে আপনাকে দারোগা করে পাঠানো হয়নি"।

৬. মরহুম মল্লিক ভাই: মতিউর রহমান মল্লিক ভাই আজ বেঁচে নেই, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ মাকামের মেহমান হিসেবে কবুল করুন। যিনি ছিলেন ইসলামী সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক ময়দানের অন্যতম পুরোধা। যিনি কোনদিন নিজে সঙ্গীতের মধ্যে বাজনা মেশাননি বা এর প্রয়োজন বোধ করেননি, বরং যতটুকু জানতে পেরেছি; যারাই তাঁর কাছে এ আব্দার নিয়ে এসেছেন, তারাই চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি ছিলেন পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী ও নিরাপোষ দ্বীনদার, তাঁর দ্বীনের ধারণা ছিল খুবই স্বচ্ছ, ছহীহ এবং পরিস্কার। তিনি বাজনার ব্যাপারে ময়দানে ছিলেন আপোসহীন। বাজনার মত একটি নোংরামী দিয়ে তাঁর গানের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন তাঁর জীবদ্দশায় যেমন সম্ভব হয়নি, তেমনি তাঁর প্রজন্ম ও সন্তানদের কাছ থেকেও এ জাতীয় কোন অপতৎপরতার খবর আমরা পাইনি। তাই স্বভাবতই তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনায় অন্তর থেকে সদা দোয়াই করি।

৭. অন্যান্য প্রতিথযশা শিল্পীগণ: মরহুম জনাব আবুল কাশেম ভাই, দেশের মাওলানা তারেক মনোয়ার ভাই, মালয়েশিয়া নিবাসী জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর ভাই, লন্ডনের হাফেয নওশাদ ভাই, সাবেক ওল্ডহাম ও বর্মমান নিউয়র্ক নিবাসী স্নেহ্বর ভাই ইকবাল জীবন, পর্তুগালের শিল্পী ভাই সোহাইল, দেশের সাইমুম, দিশারী, টাইফুন, সিন্দাবাদসহ দেশ-বিদেশের অসংখ্য শিল্পীগুষ্ঠী এবং লন্ডনস্থ 'ম্যাসেজ কালচারাল গ্রুপ'–এর সদস্যগণ সহ দেশ-বিদেশে আরো যারা গান গেয়ে এ ময়দানকে উজ্জিবীত করে রেখেছেন, তারা তো যার যার অবস্থান থেকে এ যাবত বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই গান গেয়ে দুনিয়ার মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা আমাদের ইসলামী সংস্কৃতি জগতের অনুপ্রেরণা

এবং বর্তমান সময়ের সাহসী অগ্রপথিক। আল্লাহ তাঁদেরকে মজবুতভাবে দ্বিধাহীন হিম্মতের উপর অবিচল থাকার তৌফিক দিন।

৮. অন্যদের উপমা: সামী ইউসুফ, ইউসুফ ইসলাম সহ যারা এ ময়দানে বাদ্য ব্যবহার করেন, তাদেরকে আমরা কেন অনুসরণ করব? যেকোন ক্ষত্রে মানুষকে কপি করার মানসিকতা কল্যাণ বয়ে আনেনা। তাছাড়া তারা তো ইসলামী আন্দোলনের ময়দানের গায়ক নন, তারা ইসলামী আন্দোলনের গায়ক বা সঙ্গীতজ্ঞ নন। তাঁদের গানের মিশন ও ময়দান ভিন্ন, সুতরাং তারা আমাদের জন্য অনুসরণীয় হতে পারেননা। কেননা আমরা সর্বদা যে মিশন বহন করি, তারা তা করেন না। তাছাড়া অর্থনৈতিক কোন এজেন্ডা আমাদের নেই, আমাদের আসল টার্গেট আদর্শিক এবং মানব জাতিকে একটি পরকালীন আদর্শের দিকে দাওয়াত দানই আমাদের মূল টার্গেট। আর তাদের টার্গেট হলো দুনিয়ার নাম ও যশ, ময়দান কাঁপিয়ে ভক্ত যোগাড় ও কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা কামানো।

৯. আরবদের উপমা: অনেকে আবার ইখওয়ানের উপমা দিয়ে থাকেন। বাদ্য হোক অথবা অন্য জগতে কে কি করলো, এটি আমাদের অনুসরনের বিষয় নয়, আগেই বলেছি আমাদের দেখার বিষয় হচ্ছে ইসলামে দলীল আছে কিনা? মজবুত প্রমাণাদি পেলেই আমরা তা করবো, নতুবা জোর করে হারামকে 'জায়েয' করতে যাব দাওয়াতের কোন প্রয়োজনে? তাছাড়া আমাদের জানা উচিত বাদ্য বাজিয়ে গান গেয়ে কেউ কি আসলেই এগিয়েছে, নাকি তাদের অনেকেই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে দ্বীন ও শরীয়ত হারিয়েছে। বরং দুনিয়াব্যাপী সাংস্কৃতিক জগতের দিকে তাকালে আমরা যে অনেক ভাল আছি, সেজন্য আল্লাহর প্রতি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে কৃতজ্ঞ থাকা সময়ের একান্ত দাবী। অনেকে এ পথে চলে দ্বীন, নৈতিকতা, শরীয়ত, পরিবার ও সন্তানাদি হারিয়েছেন।

১০. 'সাদ্দুয যারায়িই' বা শরয়ী যুক্তি -১: এটি শরীয়তে উসূলুল ফিকহের অন্যতম একটি পরিভাষা। سد الذرأ إع'সাদ্দুয যারাঈ' শব্দের অর্থ হলো 'শরীয়তের মধ্যে সামান্য সুযোগ করে নেয়া, বা উসিলা বের করা অর্থাৎ গরমের দিনে একটু বাতাস পাওয়ার জন্য জানালা খোলে নিদ্রা গেলে এ সুযোগে চোর/ডাকাত প্রবেশ করে ঘর লুটে সব নিয়ে যাবার ভয়'। শয়তান নামাজের লাইনে ঢুকার কোন সুযোগ যেন না পায়, এজন্য নবী করীম স. উম্মতকে লাইনের ফাঁক মেরে নামাজে দাঁড়াতে বার বার তাকীদ

করেছেন। সুতরাং জানালা দিয়ে বাতাস গ্রহণের নিয়ত অবশ্য ভাল, এভাবেই ভাল নিয়তের সুযোগে ডাকাত যেমন করে ঘরে ঢুকে ভেতরের মালামাল লুটে নিয়ে যায়, তেমনি করে মুমিনের ঈমান নামের মূল সম্পদ ডাকাতি হয়ে যাবার প্রচন্ড ভয় আছে বলেই শরীয়ত এ 'সাদ্দুয যারায়িই'-এর পথ বন্ধ রাখতে চায়, জানালা খোলা রাখতে চায়না। ইসলামী গানের ময়দানটি এখনো পবিত্র আছে, একবার কলুষিত হয়ে গেলে তা কলুষমুক্ত করা সত্যি কঠিন হবে। তাই ইসলামী সঙ্গীতের পবিত্র ময়দানে বাদ্যের জানালা চিরস্থায়ী বন্ধ রাখাই শরীয়তের দাবী।

১১. যুক্তি – ২: তাছাড়া মনে করুন, যেমন একজন আলেম সাহেব টাখনুর নীচে কাপড় ছেড়ে রাস্থায় চলেন, আপনি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন, আমার মনে কোন অহঙ্কার নেই, তাই আমি চলতে পারি, কারণ হাদীসে তো অহংকারীর ব্যাপারে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অথচ তিনি সমাজে একজন অনুকরণীয় ব্যক্তি। সমস্যা হলো মানুষ কেমনে জানবে যে, তাঁর মধ্যে অহংকার নেই; এটি তো তাঁর মনের ব্যাপার। গায়ের কাপড়ের পেছনে লিখাও নেই যে **'আমি বিনা অহংকারে টাখনুর নীচে কাপড় পরেছি'।** তখন সাধারণ মানুষ মনে করতে বাধ্য হবে যে, যেহেতু তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম, তাহলে তিনি এটি করলে আমাদের টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরলে দোষ কোথায়? এজন্য শরীয়তের নীতি হলো, নতুন পথ না খোলা। নেক নিয়তে জানালা খুললে এ পথে চুরের অবৈধ অণুপ্রবেশ রুখতে পারবেন না। তাই টাখনুর নীচে কাপড় নামাবেন না, বাদ্যযন্ত্র দিয়ে গান শুরু করবেন না, কেননা 'সাদ্দুয যারাঈ'–এর উপর আমল করলে এমন পথ আবিস্কার হবে, যা পরে আর বন্ধ করা সম্ভব হবেনা।

আমাদের ভাবনা এবং করণীয়

অনৈসলামী সংস্কৃতি পন্থীদের কথা বাদ দিলেও ইসলামী সঙ্গীতপ্রেমী ও সংস্কৃতি অনুরাগী যারা রয়েছেন, তারা এ কথা কি হলফ করে বলতে পারবেন যে, আপনাকে মডার্ন জগতের 'মডার্নিজম কিংবা লিবরেলিজম'-এর বাতাস ধরে নাই। আমার কথা বিবেচনায় না আনলেও কুরআনের 'লাহওয়াল হাদীসে'র ব্যাখ্যা যারা বুঝেছেন সেই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:), আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বর্ণিত নবীর ছহীহ হাদীসের দিকে তাকান। কতিপয় আলেমের ব্যাখ্যা অথবা মতামত নয় বরং জমহুর বা অধিকাংশ উলামার রায়ের

দিকে চেয়ে বিবেচনা করুন। 'মাক্কাসীদে'র মার-প্যাঁচে পড়ে কিংবা আবেগের তাড়নায়ও পড়ে নয়, বরং নিজের বিবেক দিয়ে আখেরাতের নাজাতকে প্রাধান্য দিন। যেদিন মূলত: নবী স.-র সুন্নাহ অনুসরনের মাপকাঠিতেই সকল বিচার অনুষ্ঠিত হবে।

দাওয়াতী কাজে ক্ষতি হবার আশংকা:

এটা কি সচেতনতার সাথে আমরা চিন্তা করে দেখেছি যে, আমাদের দৈনন্দিন দাওয়াতী কাজে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার না করার কারণে কি পর্যন্ত ক্ষতি হচ্ছে? ময়দানের সকল ধরণের ক্রেতা ধরতে হবে এমনটি আমাদের জন্য এত জরুরী হলো কেন? আমরা কি ভুলে গেলাম কুরআনের ঐ হেদায়াত, যেখানে স্বয়ং রাসূল স. কে ধমক দেওয়া হয়েছে; যখন তিনি মক্কার গুরুত্বপূর্ণ এলিটদের নিয়ে বৈঠক করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ শরীয়তের একটি মাসআলাহ জানতে অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মকতুম রা: এসে নবী সা: কে প্রশ্ন করে বসেছেন, কিন্তু নবী সা: তাঁকে কোন জবাব দেননি বরং এড়িয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ এ আচরণের প্রতিবাদে নিম্নের এ আয়াত নাযিল করলেন। এখান থেকে কি বুঝা গেল? দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে সবাইকে নিয়ে আসা সম্ভব নয়।

أَن جَاءهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى

'কারণ, তাঁর কাছে একজন অন্ধ আগমন করল। আপনি কি জানেন, সে (জবাব জানলে) হয়তো পরিশুদ্ধ হত, অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশ তার উপকারে আসত। পরন্তু যে লোকগুলো বেপরোয়া, আপনি তাদের চিন্তায় মশগুল থাকলেন' (আবাসা ২-৬)। গুরুত্বপূর্ণ সকল মানুষকে দ্বীনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে, এটি মোটেও সঠিক পদ্ধতি নয়। বরং ইসলামের ইতিহাস বলে, গরীব-মিসকীন ও অবহেলিত সম্প্রদায়ই ইসলাম রক্ষার্থে অধিকতর অগ্রগামী ছিল । আল্লাহ বলেন,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

'হে নবী! আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে হেদায়েত করতে পারবেন না, বরং আল্লাহ তা'লাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। আর কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন' (আল-ক্বাসাস: ৫৬)। দুনিয়ার সকল মানুষই আমাদের জন্য গ্রুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যার কিসমত ভাল সেই কেবল হেদায়েত পাবে । অন্যরা সমাজে যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, কিসমতে ঈমান না থাকলে আল্লাহর কাছে তাদের কোনই দাম নেই। রাসুল সা: -এর আপন চাচা আবু তালেব কি কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন?

কিন্তু তার কিসমতে হিদায়েত জুটেনি কেন? উপরের আয়াত এর স্বাক্ষী। সুতরাং সবাইকে এ পথে পেরেশানী করে নিয়ে আসার ধান্ধা আদৌ ইসলামিক স্পিরিট নয়, বরং শুধু দাওয়াত দিতে থাকাই আমাদের কাজ।

কুসংস্কৃতির সয়লাবে নৈতিক অবক্ষয়:

বর্তমান যামানায় বেশীর ভাগ গান হয় বিয়ের মজলিস, কোন উৎসব, রেডিও ও টেলিভিশনে। এগুলোর বেশীর ভাগই প্রেম-ভালবাসা, শাহওয়াত, চুমু খাওয়া, পরস্পরে জড়াজড়ি করা, খোলামেলা দেখা-সাক্ষাৎ করা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে রচিত। তাতে থাকে দেহের অঙ্গ প্রতঙ্গের বর্ণনা ও প্রদর্শনী, যা যুবকদের মনে শাহওয়াত জাগিয়ে তোলে এবং তাদের ফাহেশা কাজ ও যেনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। পরিণতিতে তাদের ঈমান ও চরিত্র নামের সম্পদটি নষ্ট করা হয়। যখন গায়ক গায়িকাদের গান-বাজনার দাওয়াত দেয়া হয়, তখন অশ্লীল ও নগ্ন ছবি দিয়েই যুবকদের চরিত্র নষ্ট করে। ফলে, আল্লাহর স্মরণ ছেড়ে দিয়ে তাদেরকে ভালবাসতে থাকে। অথচ তা'য়ালা আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহ ও পরকাল উভয় জগতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না' (সূরা নূর: ১৯)। এ জাতীয় অনুষ্ঠানের পেছনে বাদ্যের ব্যবহারই মূলত দায়ী, কেননা বাদ্য না বাজালে এবং একই সারিতে ছেলে-মেয়ে না বসলে শরীরে উত্তাপ জাগেনা এবং যৌন আকাঙ্খার জন্ম হয়না। অতএব সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন, কলের গান, স্মার্ট ফোন, ভিডিও কিংবা অন্য কোন ডিবাইসে যে অশ্লীল গান গাওয়া হয়, তা প্রকাশ্যে অথবা 'হেড ফোন' লাগিয়ে গোপনে শ্রবণ করা হতে বিরত থাকা ঈমানের দাবী। সেজন্য বাদ্য ছাড়া মুক্ত কণ্ঠের তরীকাই সর্বদা এর উত্তম বিকল্প। কাজেই উপরোক্ত আয়াতের আলোকে প্রত্যেক মু'মিনের ইহ ও পরকালে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে এ জাতীয় ফাহেশা কাজের প্রসার ও প্রচার থেকে বিরত থাকা একান্ত জরুরী।

বাদ্যযন্ত্রের বাস্তব কুফল

যখন কোন মজলিসে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান, কাওয়ালী বা নাশীদ শুরু হয়, তখন যারা দর্শক-শ্রোতা থাকেন, তাদের মধ্যে এ বাদ্য যে প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব সৃষ্টি করে তা যদি একনজরে আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাবো: ১. মনের উপর প্রভাব সৃষ্টির ফলে দেহ তালে তালে নেচে উঠে, ২. যে জীবনেও ডান্স করেনি তাকেও ডান্সের প্রতি আকৃষ্ট করে ফেলে, বড়রা ছবর করতে পারলেও ছোটরা এবং শিশুরা ডান্স কপি করতে হন্যে হয়ে উঠে, ৩. মাতা-পিতার অনুমতি ছাড়াই গোপনে তখন প্রতিবেশী বা স্কুলে ডান্স পার্টিতে যোগ দেয় অথবা ডান্স প্রশিক্ষণে নাম লিখে ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়, ৪. বাদ্যযন্ত্র সহ গান শুনে যারা অতি প্রভাবিত হয়, তা আমলে আনার জন্য তারা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক তৈরী করে, ৫. শয়তান তাদেরকে তখন চারিত্রিক দেউলিয়াত্বের দিকে ধাবিত করে বেপরোয়া বানায়, ৬. পিতা-মাতার বাঁধন দুর্বল করে বিপথগামী করে, আর পিতা-মাতা সে মতের হলে তো পোয়া বারো, ৭. পাঁচ ওয়াক্তের নিয়মিত নামাজ, দৈনিক কুরআন তিলাওয়াত, যিকর-আযকার সহ সকল ভাল কাজ থেকে বিরত রাখে, ৮. একজন যখন নষ্ট হয় তখন তার প্রভাবে অন্যান্য ভাল বন্ধুগুলোও প্রভাবিত হয়ে সেদিকে ঝুঁকে পড়ে, ৯. যে বিদ্যা মানুষ চোখ দিয়ে দেখে, তা আমল করতে শয়তান দ্রুত প্ররোচনা দেয়, ১০. বাদ্যসহ গান শুনলে ঈমানী শক্তি লোপ পায় এবং যুবশক্তি যেনা-ব্যভিচারের প্রতি ক্রমান্বয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে, ১১. যখনই গানে বাদ্য যোগ হয়, তখন গানের ঐ ভাল কথাগুলো হারিয়ে গিয়ে বাজনাই প্রাধান্য পেতে থাকে এবং এভাবে ধীরে ধীরে সবাই বাজনাতে অভ্যস্থ হতে শুরু করে, ১২. বাদ্যযন্ত্রের প্রভাবে মানুষের মাঝে প্রদর্শনেচ্ছা ও সেলিব্রিটির ইমেজ বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গর্ব-অহংকার ব্যক্তিকে আষ্ঠে পৃষ্টে বেঁধে ফেলে, তখন সে জগত থেকে বের হয়ে আসা আর সহজ হয়না।

মুক্ত কণ্ঠের গানের দ্বারা সে কুপ্রভাব কিন্তু সৃষ্টি হয়না, বরং কণ্ঠ দিয়ে গাওয়া ইসলামী গানের মধ্যেই আল্লাহর স্মরণ ও নবী প্রেম অথবা দ্বীনের চেতনা ও সুন্দর চরিত্রের কথাগুলো গাঁথা থাকে। যার ফলে শয়তানের ওয়াসওয়াসার বদলে ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এ বিরাট শয়তানী চ্যালেঞ্জ থেকে কেমনে বাঁচা যায়, তার কোন সহজ

পন্থা আছে কিনা তা দেখার আগে আমরা শয়তান কিভাবে মানুষকে কৌশলে বিপথগামী করে থাকে; তা আমাদের ভালভাবে রপ্ত করা উচিত।

শয়তানের ওপেন চ্যালেঞ্জ

বর্তমান পৃথিবীতে 'মডার্নিজম ও লিবরেলিজম' (আধুনিকতা ও ধর্মীয় উদারতা) কে বাজারজাত করার জন্যে উদ্দেশ্য-প্রনোদিত হয়ে দ্বীন নিয়ে খুবই বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে এবং অনেক ভুলভ্রান্তি মূলক তথ্য ও তত্ব দুনিয়ার সামনে সরবরাহ করা হচ্ছে। শয়তান যে চ্যালেঞ্জগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেছে, তা যদি আমরা বুঝে উঠতে আরো বিলম্ব করি তাহলে পরিণতি খুবই খারাপের দিকে চলে যাবে। তাই আমাদের এক্ষুনি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আমাদের বিপথে পরিচালিত করতে শয়তানের চ্যালেঞ্জ দেখুন:

ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

'এরপর আমি কনফিউজ করার জন্য তাদের কাছে আসব তাদের সামন, পেছন, ডান এবং বাম দিক থেকে। পরিণতিতে আপনি তাদের অধিকাংশকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ পাবেন না' (আ'রাফ: ১৭)। শয়তানের কুমন্ত্রণার কথা অপর আয়াতে এসেছে,

وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا

'তারা কোন বিরোধ বিষয়কে শয়তানের দিকে বিচারের জন্য নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে, যাতে তারা ওকে (শয়তানকে) প্রত্যাখ্যান করে। অথচ শেষ পর্যন্ত শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে' (সূরা নিস. ৬০)। তাই সবার জ্ঞাতার্থে শয়তানের কতিপয় চ্যালেঞ্জ এখানে তুলে ধরতে চাই, যেমন:

১. ছহীহ বা সঠিক বক্তব্যকে আড়াল করা:

কিছু লোক এমন আছে, তারা কুরআন-হাদীসের মূল বক্তব্যকে পাশ কেটে এমনভাবে তথ্য প্রদান করবে, যাতে নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হয়। তারা অতি চতুরতার পথ ধরে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সচেষ্ট হয়। কুরআন-সুন্নাহকে গবেষণার উৎস না ধরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের মতামত বা 'হাওয়া'-কে 'তারজীহ' (প্রাধান্য) দেয়, যার ফলে সাধারণ পাঠক কোনটি সঠিক এবং কোনটি বেঠিক, তার মর্ম উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে হয়রান বা 'কনফিউজ ডটকম' হয়ে পড়ে। মু'মিনকে বুঝতে হবে যে, 'মুহকাম' আয়াতকে বিশ্বাস করতে ধন্ধ সৃষ্টি করাই শয়তানের চাল বা স্বড়যন্ত্র।

২. জাতির নিজস্ব হাদী বা দাঈদের অবহেলা/উপেক্ষা করার মানসিকতা: যেসব ব্যক্তিত্বের উক্তি কিংবা উদ্বৃতি পেশ করা হয়ে থাকে, তাঁদের অনেকেই আমাদের বাংলাদেশীদের আখলাক্ব ও সংস্কৃতি, তাহযীব ও তামাদ্দুন, মানুষের ধর্মীয় দর্শন ও প্রথা, ইসলামী আন্দোলনের স্থানীয় প্রচলিত পদ্ধতি-পরিবেশ সম্পর্কে অবগত নন, দ্বীন মানার কৌশল/'উরফ' বা এখানকার ময়দানের বাস্তবতার সাথে তারা পরিচিত নন। যেখানে আল্লাহ সরাসরি নিজের ক্বাওমের দাঈ বা আলেমদের কথা শুনতে হুকুম করছেন, **إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ** 'নিজ কাওমকে ভয় প্রদর্শন করাই আপনার দায়িত্ব এবং এজন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে স্বতন্ত্র পথপ্রদর্শক রয়েছে' (রা'দ: ০৭)।

মুসলমানদের জামায়াতবদ্ধ থাকা ফরয, রাসূল স.-এর অবর্তমানে আমরা যেকোন একটি জামায়াতকে 'আল-জামায়াত' বলে স্বীকৃতি দিতে পারিনা, তবে আমাদেরকে নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনার মধ্য দিয়ে পর্যালোচনা করে স্থানীয়ভাবে কোন একটি দল বা জামায়াতকে বেছে নিতেই হয়। সেক্ষেত্রে আমরা যে যেখানে জামায়াতে যুক্ত থাকবো, তার 'শুরা' বডি এ বিষয়ে কি ফায়সালা দিচ্ছে, সেটাই আমাদেরকে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। আমাদের জানা মতে বাংলাভাষীদের মধ্যে কোন দেশেই এমন কোন জামায়াত নেই, যার নেতা কিংবা সংশ্লিষ্ঠ ওলামারা বাদ্যযন্ত্র হালাল করে ফেলেছেন।

৩. অনুকরণ প্রিয়তা: অনুকরণ প্রিয়তা ও মানুষের অপিনিয়ন মেনে নেয়ার মানসিকতা থেকে আমাদের বের হয়ে আল্লাহর নির্দেশনা মানাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং এটাই ঈমানের দাবী। অন্যদের ফতোয়ার মাধ্যমে বাদ্য নামের কুসংস্কৃতির প্রচারণা করা পরিকল্পিত কিনা দয়া করে ভেবে দেখুন। আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য আন্তর্জাতিক জাহিলিয়াতের বীজ বপনের মাধ্যমে কোন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটছে কিনা তা শিল্পীদের ভেবে দেখা অতি জরুরী। এ জরুরী কাজটিকে অবহেলা করবেন না। আল্লাহ বলেন,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ 'তারা কি জাহেলিয়াতের উপর আমল করতে পেরেশান? অথচ আল্লাহ অপেক্ষা ঈমানদারদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী আর কে আছে? (মায়েদাহ: ৫০) । যেখানে অন্যরা আমাদের গায়কদের কাছ থেকে বাদ্যযন্ত্র বিহীন গান বা নাশীদ সহ কোন কিছুই অনুসরণ করেন না, অথচ

যার ভিত্তি সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর উপর মজবুতির সাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেখানে আমরা অন্যদের জাহেলিয়াত অনুকরণ করতে যাবো কেন? যার ভিত্তি শরীয়তে অতি দুর্বল। একটু চিন্তা করুন! ইসলামী আন্দোলন নষ্টের আন্তর্জাতিক কোন ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আমরা পড়ে যাচ্ছি না তো? আল্লাহ আমাদের কলুষমুক্ত রাখুন-আমীন।

৪. শরীয়াহ বোর্ডের ফতোয়ার দোহাই: পৃথিবীতে অসংখ্য শরীয়াহ বোর্ড রয়েছে। কেবল আল-আযহারের ফতোয়াই ইসলামের সবকিছু নয়। আমাদের জানা দরকার, তারাই প্রথমে বাজনা বা বাদ্যকে হালাল বলে ফতোয়া দিয়েছেন। অথচ ফতোয়া দানের অন্যতম মূলনীতি হলো যেখানকার মানুষের জন্য ফতোয়া দেওয়া হবে, সেখানকার মুসলমানদের উর্ফ বা (**تعامل الناس**)-'প্রচলিত প্রথা'কে বিবেচনায় রাখা, যা এখানে মানা হয়নি। তাছাড়া স্থানীয় কমিউনিটির আলেমদের মতামত এ ক্ষেত্রে কি? এজন্য তাদের অনেক বিষয়ে প্রদত্ত ফতোয়া দুনিয়ার অন্যান্য আলেমগণ গ্রহণ করেননি। যেমন সূদ দিয়ে বাড়ী বেচা-কেনা, টাখনুর নীচে কাপড় পরা, মহিলা-পুরুষের খোলামেলা চলা, ফ্রি মিক্সিং, দাঁড়ি ছেঁচে ফেলা ইত্যাদি। অথচ যেখানে চার মাজহাবসহ পৃথিবীর বড় বড় আলেমগণ এখনো বাজনাকে 'হারাম' মনে করছেন। অথচ তারা এগুলোকে জায়েয বলে ফতোয়া দিচ্ছেন।

৫. দ্বীনের মধ্যে চতুরতা: খুবই চতুরতার সাথে তারা টেনে-টুনে আয়াতসমূহ ও হাদীসের তর্জমা করে এ কথা প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন যে, সকল বাজনা বা বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার 'হালাল'। যেখানে দলীল দিয়ে কুলাতে পারেননি, সেখানে 'মাক্বাসিদে শরীয়াহ'–এর অপব্যবহার করে তা হালাল করার চেষ্টা করা চতুরতা বৈ কী হতে পারে। এভাবে আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে যারা অগ্রাধিকার দেন, তাদের ফয়সালা শুনুন,

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ أُوْلَـئِكَ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الآخِرَةِ فِي لَيْسَ لَهُم الَّذِينَ

'যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনের কামনা-বাসনা ও তার চাকচিক্যই শুধু কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং এ বিষয়ে কোন কমতি করা হবেনা'। কিন্তু এরাই হল সেসব লোক, আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই। তারা দুনিয়াতে যা কিছু করেছিল সব নিজেরাই বরবাদ করেছে; আর যা কিছু আখেরাতে উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট করে দেওয়া হবে' (সূরা হুদ: ১৫-১৬)।

দুনিয়ার জীবনে চতুরতা হয়ত চলতে পারে, কিন্তু একদিন আখেরাতে জবাবদেহির সম্মুখীন হওয়া লাগবে। মনে করুন: 'বাজনা' বিষয়টি যেহেতু ইখতিলাফী মাসআলাহ, এখন আপনি যদি ইখেতলাফী বিষয়ে আমল না করেন তাহলে এতে কোন পাপ নেই। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেননা যে, তুমি কেন এ এখতিলাফী মাসআলায় আমল করলে না? আর যদি এর উপর আমলে আপনি অভ্যস্ত হন, আর সূরা লুক্মানের ৬ নং আয়াতের ঐ 'লাহওয়াল হাদীস' দিয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল আসল বিষয়কে হারাম সাব্যস্ত করা। অথচ যার উপর আপনি আমল করলেন, তাহলে আপনি তো খুবই রিস্কে পড়ে গেলেন, তাইনা? আল্লাহর সামনে জবাবটা তখন কি দেবেন? সুতরাং ভেবে দেখুন ।

৫. সন্দেহপূর্ণ জিনিষ এড়িয়ে চলা ঈমানের দাবী: রাসূল স. বলেছেন আমার উম্মত যেন সর্বদা সন্দেহপূর্ণ জিনিস এড়িয়ে চলে। বাদ্য ব্যবহার যেহেতু সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর দলীল দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়না, কাজেই এটি এড়িয়ে চলাই ঈমানের দাবী। দেখুন: রাসূল স. বলেছেন: **دع ما يريبك إلى ما لا يريبك** 'ছেড়ে দাও যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে দেয় এবং চলো সে পথে যাতে কোন সন্দেহ নেই' (তিরমিযি: হাদীস হাসান সহীহ)। যেখানে সন্দেহজনক কিছুর উপর চলতে ইসলাম অনুমোদন করেনা, সেখানে শরীয়তের দলীলগুলোকে টেনে-টুনে জোর করে হালালের নামে চালিয়ে দেয়া ভাল ঈমানের লক্ষণ নিশ্চয়ই নয় । **إتقوا مواضع التهم** 'তোমাকে দোষারোপ করা হতে পারে এমন জিনিষ তুমি এড়িয়ে চলো'। এ ক্ষেত্রে আলী রা:-এর একটি উক্তি আমাদের জন্য প্রনিধানযোগ্য **اعرفوا الرجال بالحق**'মানুষকে তুলনা করো হাক্ব (ইসলাম) দিয়ে, হককে মানুষ দিয়ে তুলনা করতে যেওনা'। কেননা হক হলো ইসলাম, মানুষ হক নাও হতে পারে।

'বাদ্য' ছাড়াই ইসলামী টিভি চ্যানেল লন্ডনে

মডার্ন জাহিলিয়াতের রাজধানী নামে খ্যাত নগরী লন্ডনের মত জায়গায় দীর্ঘদিন থেকে কিভাবে বাদ্যযন্ত্র ছাড়া টিভি স্টেশন চলতে পারে, তা আমাদের জানা এবং বুঝা দরকার। অর্থাৎ কথায় বলে 'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়'। লন্ডনে আলেম-উলামা দ্বারা পরিচালিত গান-বাজনা বিহীন কয়েকটি ইসলামী টিভি কিভাবে চলছে? ভাবতে কেমন লাগে? অসম্ভব সম্ভব হয়েছে কেবল আল্লাহকে মানার প্রবল ইচ্ছা থাকার কারণে। যার অন্যতম উদাহরণ হলো **'লন্ডন ইক্বরা টিভি বাংলা'** ও **'ইক্বরা টিভি উর্দু'** এবং **'টিভি ওয়ান'**। গত দু'বছর

(১৮.০৩.২০২১) পূর্বে **'দ্বীন টি.ভি'** নামে আরেকটি ইসলামী টি.ভি চ্যানেলের আবির্ভাব ঘঠেছে আলহামদুলিল্লাহ। গ্রেট বৃটেনের গোটা মুসলিম কম্যুনিটির জন্য ইংরেজীতে পরিচালিত **'Eman Channel'** তারই অন্যতম সংস্করণ এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অন্যতম প্রেরণা। তাছাড়া বিগত অক্টোবর'২২ –এ **'ইসলাম চ্যানেল বাংলা'** ও **'ইসলাম টিভি'** নামে আরো দু'টি ইসলামী চ্যানেলের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা **'বাদ্যযন্ত্র'** ব্যবহার না করে হাজারও বাধা মাড়িয়ে কঠিন প্রতিকূল পরিবেশে ইসলামী প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ। এতগুলো টিভি চ্যানেল বাদ্য ছাড়া কিভাবে চলতে পারে। তাদের সাথে আমরা সরাসরি জড়িত না থাকলেও পরোক্ষভাবে তাঁদের দাওয়াতে নিয়মিত প্রোগ্রাম করে থাকি । তাছাড়া ভারতের মত হিন্দু প্রধান দেশে ইসলামের বিশ্ব নন্দিত দাঈ যাকির নায়েক প্রচন্ড ভারতীয় হিন্দী সংস্কৃতির মোকাবেলায় কিভাবে বিনা বাজনায় **'পীস টিভি'** পরিচালনা করে দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহকে ভয় করার ইচ্ছা থাকলে ইসলাম মানা সহজ। ভারতীয় সরকার তা বেআইনীভাবে বন্ধ না করলে এতদিনে তা বিকশিত হয়ে পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে যেত, যদিও এখনও তা **'অন লাইন'** জারী আছে।

উল্লেখিত এ ইসলামিক টিভি চ্যানেলগুলো ছাড়াও বাংলা ভাষায় পরিচালিত বিখ্যাত **'চ্যানেল এস'** সহ আরো অসংখ্য কম্যুনিটি টিভি চ্যানেল লন্ডনে রয়েছে, তারাও আবার তাদের প্রায় অর্ধেক অনুষ্ঠান 'ইসলামী প্রোগ্রাম' না করলে চালাতে হিমশিম খায়, যার ফলে তারা পুরুষ-মহিলাদের নাচ-গান কমিয়ে রাখে। বিশেষত: রামাদান মাসে তারাও রমাদানের সম্মানে পুরো মাস ইসলামী না হতে পারলেও 'মুসলিম টিভি' তে পরিণত হয়ে যায়, যেগুলোর সাথে রামাদানে আমাদেরও জড়িত হতে হয়। আমরা মনে করি ব্যবসায়িক কারণ ছাড়াও এটি সম্ভব হয়েছে আল্লাহর খাওফ (ভয়) এবং সদিচ্ছা থাকার কারণে। আমাদেরকে সর্বদা কোন কাজে আল্লাহ খুশী, আর কোন কাজে তিনি নাখোশ তা বিবেচনা করা উচিত, নতুবা পরকালে আমও যাবে ছালাও যাবে।

সোশ্যাল মিডিয়া

বর্তমানে রেডিও-টিভির চেয়েও সোশ্যাল মিডিয়া অনেক শক্তিশালী, এ মাধ্যমটিও আজ হালাল এবং হারাম উভয় জাতের কন্টেন্টে ভরপুর । তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে দিন দিন হালাল কন্টেন্টগুলো দর্শকপ্রিয়তা পাচ্ছে এবং মানুষ ইসলাম মুখী হচ্ছে । কেউ কেউ দু'দিকের জনপ্রিয়তা অর্জনের লোভে 'মিউজিক ভার্ষন' বা 'ভোকাল ভার্ষন' সহ বিভিন্ন নামে গান ছড়াচ্ছে । আশা করা যায়, এই অবস্থা বেশীদিন চলবেনা, ইনশাআল্লাহ অবস্থার

পরিবর্তন হবে। মনে পড়ে গেল গণ-সঙ্গীত শিল্পী মরহুম আবুল কাশেম ভাইয়ের গানের দু'টি লাইন 'দুই নৌকাতে দিলে পাড়া, ট্যাং ছিড়িয়া হয় মরণ'। আরেক গানের অপর কলি হচ্ছে, 'দু'দিল বান্দাহ কলমা চুর, নাপায় স্মশান না পায় গোর'।

ইসলাম মিউজিক শূণ্য: ইসলামে মিউজিকের কোন রেওয়াজ নেই। দেখুন, কেবল কণ্ঠ ব্যবহার করে ইসলামে আযান কিংবা তিলাওয়াত রয়েছে। যাতে মনে হয় মিউজিক যোগ দিলে আরো আকর্ষনীয় হত, কিন্তু আজ পর্যন্ত তা যোগ হয়নি এবং হবেওনা। এমনকি স্বয়ং রাসূল স. খন্দকের যুদ্ধে সাহাবীদের নিয়ে ছন্দ দিয়ে কবিতা বা গান গেয়ে যেভাবে খননকার্য সম্পাদন করেছেন, এটিই সুন্নত। তাঁদের গান ছিল মুক্ত কণ্ঠের, তাই সাহাবী বা তাবেয়ীদের জীবনে বাদ্যের কোনই উদাহরণ মিলেনা; কাজেই তার জন্য ব্যতিব্যস্ত হওয়া ভাল ঈমানের লক্ষণ অবশ্যি নয়, আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন-আমীন।

'সাইমুম' এ জগতের গর্ব!

ইসলামী সংস্কৃতির জগতে মরহুম মতিউর রহমান মল্লিকের গড়া 'সাইমুম' আজ পৃথিবীময় এক অদ্বিতীয় উপমা। যা সাইমুমের ঝড়ের মত ধাবিত হয়ে সারা দুনিয়ায় স্থান করে নিয়েছে। আমরা দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি, দেশে এবং সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামী সংস্কৃতির ধারায় 'সাইমুমের' অনুসরণে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক গুষ্টি গড়ে উঠেছে, যা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার অন্যতম কারণ আলহামদুলিল্লাহ। এমনকি এ ধারার পরিপূর্ণ অনুসরণে দেশের তরুণ মাদ্রাসা ছাত্র সমাজের মাঝে 'কলরব' সহ আরো অনেক শিল্পীগুষ্টি তৈরী হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে যা আমরা প্রায়ই উপভোগ করছি। প্রিয় **'সাইমুম' ও** তাঁদের সহযোগীদের জন্য মনের গভীর থেকে এজন্য দোয়া আসে প্রতিনিয়ত। বাদ্য ছাড়া মন মাতানো এসব উদ্যোগ-আয়োজন সাইমুমেরই কৃতিত্ব। এ পথ যারাই অনুসরন করবে মরহুম মল্লিক ভাই সহ সকল উদ্যোক্তারা এর ছওয়াব পাবেন। আপনারাও এ পথে এগিয়ে আসুন। অন্যদের সুপথ দেখান। ভূল পথে নিজেরা পরিচালিত হবার চেষ্টা করবেননা এবং অন্যদেরও এ ভুল পথ দেখাবেন না। নতুবা যত মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে এ 'মিউজিকের' পথে পরিচালিত হবে, তাদের সবার বোঝা আপনাদেরই বইতে হতে পারে, আল্লাহ সবাইকে ক্ষমা করুন এবং এ ভুল পথ থেকে ফিরে আসার তাওফীক্ব দিন-আমীন।

মিউজিক থেকে ফিরে এসেছেন অনেকেই

দিবানিশি মিউজিকে আসক্ত ছিলেন এমন অনেকেই দ্বীনের পথে ফিরে এসেছেন আল্লাহর রহমতে। তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে তারা সেখানে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তা ইসলামের সাথে মিলেনা এবং এ পথে চলতে সাহায্য করেনা। যেমন: ১. মানসিক প্রশান্তির অভাব, ২. সময়, সাধনা ও পয়সার অপচয়, ৩. রিসোর্সের অপচয়, ৪. ভাল আখলাক সৃষ্টির বদলে চরিত্র ধ্বংসের সহজ উপকরণ, ৫. নিজেকে ফোকাস করার প্রচন্ড মানসিকতা, ৬. রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছার প্রচ্ছন্ন চেতনা, ৭. সিলেব্রেটি হবার প্রেরণা ও প্রতিযোগীতা, ৮. কুরআনের চর্চা থেকে অনেক দূরে সরে যাওয়া, ৯. দৈনিক নামাজের প্রতি গাফলতি, ১০. ক্রমান্বয়ে নৈতিক বাঁধন নষ্ট হওয়া ও ১১. যাদের সাথে দিন-রাত থেকে জীবন গড়ে উঠল, তাদের সাথে ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে অবৈধ প্রেমের সৃষ্টি ইত্যাদি।

তাছাড়া তাঁরা তাঁদের ব্যবহৃত অসংখ্য মিউজিক এলবাম পুড়িয়ে অথবা কেউ কেউ দাফন করে ফেলে এ পথে এসেছেন। আমেরিকান নওমুসলিম মহিলা জেনিফার কথা অনেকের জানার কথা, যিনি ইস্তাম্বুলের মসজিদের এত সুন্দর আযানের ধ্বনি শুনে অভিভূত হয়ে মিউজিক ছেড়ে দ্বীনের পথ ধরেছেন এই বলে যে, বিনা মিউজিকে কিভাবে এত হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষনীয় গান হতে পারে? এরপর নিজেই এ গান (আযান) শিখেছেন এবং কুরআন তিলাওয়াত কপি করতে শুরু করে আজ তিনি আল্লাহর রহমতে একজন ভাল তিলাওয়াতকারিনী হতে পেরেছেন। অনেকে ফিরে এসে 'লাইফ স্টাইল' পরিবর্তন করেছেন এবং নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে চটিবই বা প্রবন্ধ লিখে ছেপেছেন।

তাঁরা আরো বলেছেন, মিউজিক জগতের তৎপরতা মূলত আখেরাতের পথে সহায়ক হবার পরিবর্তে বরং বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় । কয়েকটি বাস্তব প্রশ্নের জবাব তারা ওখানে পাননি বরং তাঁরা লিখেছেন যে, **ক)** মিউজিকের পরিবর্তে পরকালে কি পাব? **খ)** ওখানে সঠিক ইসলাম প্রাকটিস করার সুযোগ কম, **গ)** ইসলামী নৈতিকতার তালীম দেবার মত উস্তাদতুল্য কেউ নেই, এমনকি নেতাদের মধ্যে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও নৈতিকতার অভাব, **ঘ)** এ কাজ আমাকে নবীর রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, **চ)** দুনিয়ার কিছু বাহবা কুড়ানো ছাড়া আর অর্জনের তেমন কিছু সেখানে দেখিনা **ছ)** আল্লাহকে খুশী করে জান্নাতে যাবার কোন পরিকল্পনা পাওয়া যায়নি সেখানে। তাহলে এ মিউজিক শেষ

পর্যন্ত আমাকে দেবে কি? যার দেবার কিছুই নেই, তার কাছে থেকে আমার পরকাল ডুবিয়ে সর্বস্বান্ত হবার কাজটি নিছক বেকুবি ছাড়া আর কি?

এ ময়দানে মেয়েদের নামাবেন না!

সম্মানিত অভিভাবক! ইদানিং এ ময়দানে মেয়েদের আনাগোনা দেখে আমরা বড়ই বিচলিত ও চিন্তিত। বিবাহিত অথবা অবিবাহিত নয়-দশোর্ধ কোন মেয়েকে এ ময়দানে ছেড়ে দেবেন না, ভাল পরিণতির আশা করার স্থান এটি নয়। এ ময়দান ছেলেদের, একসাথে কিছু ছেলেরা থাকলে ক্ষতির আশংকা কম। ছেলেদের একমনে কাজ করতে দিন । শয়তান কোমলমতি মেয়েগুলোকে প্রথমে হিজাব-পর্দা সহকারেই নামাবে, শান্তনা দেবে এই বলে যে, তারা দোষ করলো কি? তাদের কি গান করার সমান অধিকার নেই? তারা কি অমানুষ? তাদের কি ছেলেদের মত বিকশিত হবার মত যোগ্যতা-প্রতিভা নেই? তারা যদি প্রয়োজনীয় হিজাব-নিক্বাব সহ গান গেয়ে দ্বীনের দাওয়াত দেয়, তাহলে শরীয়তে তা নাজায়েয নয়? এ ব্যাপারে বহু আলেমের ফতোয়াও আছে। শয়তান আসলে এটিই চায়। প্রথমে মেয়েদের ইসলামের নামে সুন্দর পর্দা বা হিজাব লাগিয়েই ঘর থেকে বের করবে, তারপর যা করার ধীরে ধীরে তাই করবে।

অথচ অন্যান্য নারী নির্যাতনের কথা বাদ দিলেও কিছুদিন আগেই দেশে ঘঠে যাওয়া একটি কলেজে স্বামীর হাত-পা বেঁধে রেখে তার সামনে নববধুকে পাইকারী ধর্ষন। ‘অনুশকা’র মত মেয়েদের যৌন বিড়ম্বনার ঘঠনাসহ অসংখ্য দুর্ঘটনার খবর শুনার পরও কি আমাদের শেখার আরো বাকী রয়েছে? আর হ্যা, প্রথমে ভাল নিয়তেই দ্বীনের দাওয়াত, তারপর সুযোগ বুঝে **দিলের** দাওয়াতে (হারাম প্রেমে) যখন জড়িয়ে পড়বে, তখন তাদের ঘরে আটকিয়ে রাখবার মত শক্ত রশী কোন বাবার ঘরে আজও তৈরী হয়নি। অতএব মা-বাবারা সাবধান, আল্লাহকে ভয় করার রশী ব্যতীত কেউ কারো মেয়েকে আটকিয়ে রাখতে পারবেন না। আসুন! ভয় করি আল্লাহকেই, সম্মান দেই কচি মেয়েদের সতীত্বকে। সামলে রাখি কোমল মতি মেয়েগুলোকে। তবে মেয়েরা গান গেয়ে যদি তাদের মেয়েদের অথবা মা’দের কোন অনুষ্ঠানকে একটু গানের আমেজে পুলকিত করতে চায়, তাতে ইসলামের আপত্তি থাকার কথা নয়।

স্নেহময়ী ভবিষ্যত ‘মা’য়েরা!

সঙ্গীতপ্রেমী আমার সোনামনি মা’রা সাবধান করি তোদেরকে হাজার বার! তোমরা আমাদের বড় সম্মানিত দৌলত। তোমরা কি জান, ইসলামের পঞ্চম খলীফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের আম্মা কে ছিলেন? যে মেয়ে অন্ধকার ঘরে পানিতে দুধ মেশাতে তাঁর মা-কে নিষেধ করে বলেছিলেন ‘আম্মু! আর কেউ না দেখলেও আল্লাহ তো দেখছেন’ । তোমরাও এভাবে সতী নারী হও, তোমাদের ঘরে পরবর্তী প্রজন্মের নতুন আবু বকর, ওমর, আলী, হামযা, উসামা, সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর জন্ম হোক এ অপেক্ষায় আমরা বসে আছি। এমতাবস্থায় কিছু খোঁড়া যুক্তি ও ফতোয়ার আশ্রয় নিয়ে কিন্তু হারাম পথে পা ফেলোনা মা’রা। দুনিয়া আজ সৎ নেতৃত্ব শূণ্য, প্রচন্ড অভাব বোধ করছি সৎ মানুষের। মনে রেখ, অতীতের সৎ মানুষগুলো আসমান থেকে নাযেল হয়নি, যমীনের ‘মা’ দের থেকেই জন্ম নিয়েছেন সাহাবী, তাবেয়ী, ইমামগণ ও আজকের নেকসন্তানগণ। তাই হারাম পথে চলে তোমরা তোমাদের অতি পূত-পবিত্র মাতৃত্বকে অপবিত্র করতে যেওনা। হে আল্লাহ! আমাদের মেয়েগুলোকে যামানার কঠিন ‘ফিতনাহ’ থেকে হেফাজত করো।

ইসলামকে ‘ইসলাম’ হিসেবে পৃথিবীর কাছে পেশ করুন

আমরা যদি ইসলামকে ইসলামের মত করে মডার্ন পৃথিবীতে পেশ করতে পারি তাহলে সফলতা আমদেরই। এটিই হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত সফলতা, যার প্রত্যাশী আমরা। সুতরাং অন্যদের ভয়ে নিজেদের দ্বীনকে পরিবর্তন করে নতুন মোড়কে পাশাত্যের কাছে পেশ করলে দ্বীনের আর বাকী থাকবে কি? কুরআনের কথা যেভাবে যে ভঙ্গিতে নাজিল হয়েছে, কোন পরিবর্তন ছাড়াই হুবহু সেভাবেই পেশ করার দায়িত্ব নিয়েই তো পৃথিবীতে আমাদের আগমন। এ দায়িত্ব পালনে ভুল করা যাবেনা। ইসলামী নাশিদগুলোকে ‘বাদ্যযন্ত্রের নতুন মোড়কে’ নয় বরং এতদিন যেভাবে গেয়ে এসেছেন, কোন পরিবর্তন না করে সেভাবেই চালিয়ে যেতে থাকুন। তার ফলাফল পরকালে পাবেন ইনশাআল্লাহ। আর যদি ইসলামকে নতুন করে পাশাত্যের আবরণে সাজিয়ে পেশ করতে থাকেন, তাহলে ভুল হবে, আপনারা পাশ্চাত্যকে খুশী করতে পারবেননা, আল্লাহ বলেন:

وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِير

“ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের দ্বীন-ধর্মের অনুসরণ করেছেন। আপনি বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, তাই হল সরল পথ। আর যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ ইলম লাভের পর, যা আল্লাহর কাছে থেকে আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেহই আল্লাহর আযাবের কবল থেকে আপনার উদ্ধারে এগিয়ে আসার থাকবেনা” (বাক্বারা: ১২০)।

সতর্ক হোন সময় থাকতে

মনে রাখবেন, আমাদের সব জায়গায় তারা হাত দিয়েছে, সে বদনজর এবং বদ-হাত এখন ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়েছে ইসলামী সংস্কৃতির উপর। কেমনে এটাকে নষ্ট কিংবা নাপাক করা যায়। যা এতদিন মরহুম মল্লিক ভাই, কাশেম ভাই, সাইফুল্লাহ মানছুর ভাই এবং আলেমে দ্বীন তারেক্ব মনোয়ার ভাইদের পরশে পবিত্র ছিল। তাঁদের নেক সংস্পর্শে যারা এ ময়দানে বেড়ে উঠেছেন, তারাও ইসলামী সংস্কৃতির এ তরীটি সঠিক পানে সন্তর্পনে বেয়ে চলেছেন। কিন্তু সম্প্রতি কিছু কিছু সংস্কৃতিপ্রিয় ভাইদের মাঝে এ জাহিলিয়াত মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। আন্দোলনের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের দায়িত্বশীল ভাইদের সতর্কতা এখন সময়ের দাবী, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এগিয়ে আসুন! বিষয়টিকে হালকা করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

আবার দেখছি, কেউ কেউ বুঝে-শুনে হক কথা না বলে চুপ থাকেন, অপেক্ষা করেন দেখি কী হয়, অথবা বলতে গেলে ফিতনা হবে কিংবা সবার কাছে ভাল থাকা অথবা সবাইকে একুমোডেট করার লক্ষ্যে নীরব থাকেন, এটি কিন্তু ইসলামী পলিসী হয়না। বরং হক কথা যথা সময়ে যথাস্থানে তুলে ধরাই হচ্ছে দাঈর কাজ, নতুবা ঘুনে ধরা কাঠের মত একসময় ভেঙ্গে পড়ে যেতে পারে। আপনাদের অপেক্ষার সুযোগে শয়তান তার অবস্থান মজবুত করে ফেলবে, তখন অতি বিলম্বের কারণে আফসুস করবেন। এ জগতে আপনারা হচ্ছেন আল্লাহর দ্বীনের প্রহরী। সঙ্গীত অঙ্গণে আপনাদের প্রহরা গাফলতির কারণে যত দুর্বল হবে, তারা মানুষকে সন্দেহের সাগরে নিপতিত করে তত দ্রুত ঘরে প্রবেশ করে লাভে-মূলে নিয়ে যাবে। ফলশ্রুতিতে পরবর্তী প্রজন্ম ফতোয়ার আবরণে ‘হালালের’ ট্যাগ লাগিয়ে ইসলামের নামে মিউজিক চর্চা করবে। মেয়ে-ছেলে একসাথে গাবে, তালে তালে নাচবে, জাহিলিয়াতের সাথে আপোস করে

ফেলবে। এমনকি নবীর কথা অনুযায়ী 'হারাম' তখন পূর্ণ মাত্রায় হালালের পোশাক পরে মর্যাদার আসনে বুক উঁচু করে উপবিষ্ট হবে। এমনকি একসময়ে গা সওয়া হয়ে যাবে, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে যাবে, পরে আসন থেকে আর নামানো যাবেনা।

একটি আবেদন

যেসব ভাই দাওয়াত পাওয়ার সুবাদে ইসলামী আন্দোলনের মত একটি জান্নাতি পরিবেশের সংগঠনে আসার মহা নিয়ামত লাভে একদিন ধন্য হয়েছিলেন। সে অতীতকে একটুখানি রিমাইন্ড করুন। প্রথম দিন দাওয়ায়াতটি যার কাছ থেকে পেয়েছিলেন, সেদিন আল্লাহর প্রেম ও নবী স.-এর প্রতি কী ভালবাসাই না জেগেছিল, আপনার মনে আখেরাতের অনুভূতিটি কেমন ছিল, মনের মধ্যে তাক্বওয়া অর্জনের উপলব্দি কেমন ছিল? তাঁরই সন্তুষ্টি কামনায় কত রাত শব-বেদারী করেছেন, কত লিফলেট বিতরন করেছেন, কত টি.এস/ টি.সি করেছেন, কত পয়সা ইয়ানত দিয়েছেন। মুক্ত কণ্ঠে গান গেয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। আর আজ আপনি 'মিউজিক' বাজিয়ে কিসের দাওয়াত দিচ্ছেন? একসাথে রাজপথে মিছিল করে সাথীদের শহীদ হিসেবে আল্লাহর কাছে পাঠিয়েছেন, আপনার বর্তমান দাওয়াত আর প্রথম যার কাছ থেকে দাওয়াত পেয়ে এ পর্যন্ত এগিয়ে এলেন, সমান আছে তো? নাকি রাস্তা পরিবর্তন করে ফেলেছেন? আপনার কাছ থেকে নবীর সাধারণ একটি উম্মতও যেন জাহিলিয়াতের দাওয়াত না পায়।

হে প্রিয় ভাই! হাশরের দিন নবী স.-এর সাথে দেখা হলে জবাব কী হবে আমার-আপনার? এ বিশাল দুনিয়ায় বেপরোয়া হয়ে আমি যদি নবীর হারাম করা 'মিউজিক'-এর দাওয়াত দেই, তখন নবীর সামনে আমি কী কৈফিয়ত দিয়ে বাঁচতে পারব? সেদিন যদি নবী স. **'সুহক্বান সুহক্বান লিমান গাইয়ারা দীনি মিন বা'দী'** অর্থাৎ ''আমার চলে আসার পর তোমরা আমার রেখে আসা দ্বীনকে যারা পরিবর্তন করেছ, তারা আমার এখান থেকে সরে পড়। আমার হাওযে কাউসারের পানি তোমাদের জন্যে বরাদ্ধ করবোনা''- (বুখারী, ৫৫৯০) বলে অন্যদের মত আমাদেরও তাড়িয়ে দেন, তবে যাবো কোথায়? আল্লাহ আমাদের হক বুঝার জন্য মনের দরজাগুলো খুলে দিন-আমীন।

আকুতি কবুল করো হে পরওয়ারদেগার!

আমরা আমাদের কথাগুলো বলে রাখলাম, একদিন কাজে লাগবে ইনশাআল্লাহ। যাদের মন সরল ও ভাল, তাঁদের মনে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব আমাদের নয়, আল্লাহর। **فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ** 'আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহর দৃষ্টিতে দায়ী রয়েছে বা থাকবে' (সূরা গাফির: ৪৪)। আমাদের নবীজী ছাড়াও অন্যান্য নবীদের কথাও অনেকটা অনুরূপ ছিল, তাঁরা বলেছেন,

وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَ لاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

'আল্লাহর কতিপয় নির্দেশ পেশ করা ব্যতীত তোমাদের কাছে অধিক প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের কাজ নয়; ঈমানদারদের আল্লাহর উপরই ভরষা করা চাই, আমাদের আল্লাহর উপর ভরসা না করার কি কারণ থাকতে পারে? অথচ তিনিই আমাদেরকে হেদায়েতের পথ বাতলে দিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে পীড়ন করেছ, তজ্জন্যে আমরা সবর করব। ভরষাকারীদের আল্লাহর উপরই ভরষা করা উচিত' (সূরা ইব্রাহীম: ১১-১২)। আমরা আল্লাহর কথাগুলোর উপর ঈমান এনেছি, ঈমান আনার জন্য অন্যদের দাওয়াত দিচ্ছি মাত্র, এর বেশী কিছু নয়। তোমার বান্দাদের দিলকে খুলে দেওয়ার মালিক তুমি।

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সে বিষয়ের প্রতি কেবল বিশ্বাস স্থাপন করেছি যা তুমি নাযিল করেছ, আমরা রাসূলের কথা মেনেছি। অতএব, আমাদেরকে স্বাক্ষীদাতাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও' (আলে-ইমরান: ৫৩)। কবুলিয়াতের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। **رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** 'হে পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে (এ সামান্য খেদমত) কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ' (সূরা বাক্বারা: ১২৭)।

আমাদের এ প্রচেষ্টাকে সকল ভুল বুঝাবুঝির উর্ধে রেখ। আমাদের সরলতা ও নেক উদ্দেশ্যকে কবুল করো হে আমাদের রাব্ব! আমীন-ইয়া রাব্বাল আ'লামীন।

সমাপ্ত